

শ্রীমদ্ভাগবত-দেবীভাগবত-আরাধ্য-
ভক্তিযোগ

২৪৭২

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বেদগুরু

সাংখ্যভূষণ-সাহিত্যচার্য্য-স্বরচিত-

টীকামুবাদাদিসংবলিতঃ।

শ্রীমাতকাড় মুখোপাধ্যায়েন

প্রকাশিতঃ।

প্রথম সংস্করণঃ।

কলিকাতারাজধান্যাম্

সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তিনা

মুদ্রিতঃ।

বঙ্গাব্দাঃ ১৩০৯। ইং ১৯০৩।

All Rights Reserved.

•মূল্য ১০ চারি আনা।

PRINTED BY UPENDRĀ NĀTHA CHAKRAVARTĪ,
AT THE SANSKRIT PRESS,
62, AMHERST STREET, CALCUTTA.

1903.

১৮৪৭ সালের ২০ আইন অনুসারে গ্রন্থকার
কর্তৃক এই পুস্তকের কপিরাইট রেজিস্ট্রী করা
হইল।

ভক্তিযোগ নামক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রস্তুত হইল। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবত দেবীভাগবত ও অধ্যায় রামায়ণের ভক্তিপ্রকরণ সরল টীকা, বঙ্গানুবাদ ও আবশ্যিকবোধে মন্তব্যসহ লিখিত হইয়াছে। ভক্তির বর্ণনা ভাগবত প্রভৃতিতেই আছে, পৃথক করিয়া লিখিবাক প্রয়োজন কি? একপু প্রস্তাব এইমাত্র উত্তর “সমুদ্রে রত্নরাশি আছে” “আকরে মণি আছে” কিন্তু সে অবস্থার কাহার লোভে লাগে? উক্ত রহস্য প্রস্তাব হইতে ভক্তিযোগ উদ্ধৃত করিয়া টীকা সহকারে একত্র মুদ্রণ করিলে। অধ্যয়নের সুবিধা হইতে পারে একপু স্থির করিয়া শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে ভক্তিযোগের টীকা অনুবাদাদি করিতে বলেন। উক্ত শাস্ত্রানুরাগী মহোদয় এক দিবস শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিযোগ পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দলাভ করেন; যখন অনুসন্ধান জানিলেন দেবীভাগবত ও অধ্যায় রামায়ণে ঐভাবেই ভক্তিমাহাত্ম্য বর্ণনা আছে, তখন দেখিলেন শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি উপাসক সম্প্রদায় পরস্পর যে বিবাদ করে উহা কেবল অজ্ঞতারই পরিণাম। বৈষ্ণবের পরম ধন শ্রীমদ্ভাগবত, শাক্তের সর্বস্ব দেবীভাগবত, শৈব ও রামানুজের অমূল্যরত্ন অধ্যায় রামায়ণ (মহাদেব বিরচিত) তিন গ্রন্থেই এক কথা। অত্র দুইটি সম্প্রদায় গাণপত্য ও সৌরগণ, এদেশে বিরল, স্তবরাং, তাঁহাদের প্রমাণগ্রন্থের অনুসন্ধান

হয় নাই। তাহাতেও যে ভক্তিয়োগ এইভাষ্যই লেখা
পাকিলে এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

এক্কে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ দ্বারা সাধারণের উপকার হইলে
শ্রম সফল বোধ করিব। পাঠকগণ উপকার বোধ করিলে
তাহারা সর্বান্তঃকরণে পাতকদি বাবুকেই আশীর্বাদ করিবেন,
তাহারই উদ্বোধনে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

বহরমপুর। } বেক্সমুদ্রণ-সাংখ্যচরণ-সাহিত্যাচাৰ্য্য
কাল্চর, ১৩০২। } শ্রীপূর্ণচন্দ্র শাস্ত্রী।



ভূগিকা

“নমঃ হং হর্লভং লোকৈঃ”

মানবজীবন অতি-হর্লভ, জীবগণ-জন্ম পরিগ্রহ করিয়া শুভাদৃষ্ট ফলে কদাচিত্ এই দেবহর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে। পুণ্যফলে দেবশরীর এবং পাপফলে তিরাণ্যেয়ানি লাভ হয়, উভয় সমস্তই ভোগশরীর; উহাতে কেবল পুণ্য বা পাপের ফল স্মৃতি বা ছায়া, অহর্লভ হয় মাত্র, ঐ জন্মে কর্মের ফল অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় না, দেবশরীরে বা পশ্বাদিশরীরে পাপ পুণ্য জন্মে না। মানব ভিন্ন কোন জীবনেই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না, মানব শরীরেই সকামভাবে অনুষ্ঠিত কর্মজন্তু ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট জন্মে, অদৃষ্টফলে পরিণামে স্বর্গনরকাদি ভোগ হয়, নিকামভাবে অনুষ্ঠিত কর্মফলে চিত্তশুদ্ধিগূরুক পরিণামে মোক্ষপদ লাভও হইতে পারে, এজন্তু দেবগণও মনুষ্যজীবন লাভের প্রয়াসী। ধর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠানে মানবগণ সাধারণ দেবত্ব পদ লাভ করিবেন ইহা অধিক কথা নহে, “ঈশ্বরত্ব পদ লাভেরও যোগ্যতা আছে। শাস্ত্র পাঠে জানা যায় সাধকমানবগণ আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় নীকায় কন্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগের সাধনা করিয়া দেবগণেরও ভীতি উৎপাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের তপঃ প্রভাবে ভীত হইয়া ইন্দ্রাদিদেবগণও তপোভঙ্গের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ লোকলোকের সহিত মনুষ্যজীবনের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ করা কেবল উক্ত উভয় স্থানেই হয়, অহর্লভ হয় না।

কাঠকোপনিষদ, দ্বিতীয়াধ্যায়ে উক্ত আছে, “যথাদর্শে তথাস্মি
 যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে । যথাপু পুরীষদর্শে তথা গন্ধর্ব্ব-
 লোকে ইয়াতপয়ো রিব ব্রহ্মলোকে” । ইহার ভাষ্যকার ভগবান্
 শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, “তন্মাত্র শরীরবিসংসৃতাং প্রাগাশ্রবোধায়
 যত্র আশ্বেয়ঃ, যস্মিন্ আশ্রয়নো দর্শন আদর্শস্তত্তেব মুখস্ত স্পষ্ট
 মুপপত্ততে, ন লোকান্তরেষু ব্রহ্মলোকাদতত্ৰ । অতএব শরীর
 ন্যশের পূর্বেই আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যত্র করা কর্তব্য,
 যেহেতু দর্পণে মুখের স্থায় এই মনুষ্য শরীরেই বুদ্ধিতে স্পষ্টতঃ
 আত্মদর্শন হইয়া থাকে । ব্রহ্মলোক ভিন্ন কোন্ স্থানেই আত্ম-
 জ্ঞান লাভ হয় না, দেবগন্ধর্ব্বাদিলোকে চিত্ত কামফল উপভোগে
 ব্যগ্র থাকে, আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় না ।
 পশ্বাদিজীৱনে আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ্যতা নাই । পরিশেষে
 মানবজীবনই চিত্তোন্নতির একমাত্র স্থল, এই দুর্লভ জন্ম লাভ
 করিয়া যে কৃত্রিম ব্যক্তি চিত্তের উন্নতি করিতে চেষ্টা না করে,
 সেই আত্মবাতী তাহার জীবনে শূন্য সহস্র দিক্ । অনেকে
 পার্থিব সুখলাভে বীকৃত হইয়া “আমার জীবন বিফল, কোন্
 সুখই হইল না, বৃথা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম,” ইত্যাদি
 নানারূপ বিলাপ করিয়া থাকেন । বিবেকী সম্প্রদায় বলিবেন,
 “ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ” কর্ম্মোপনিষদ, ধনাদি দ্বারা
 মনুষ্যের তৃপ্তিলাভ হয় না, ক্রমশঃ অধিক লাভে লালসা জন্মে ।
 সাংসারিক সুখ হুঃখেরই নামান্তর মাত্র, আপাততঃ ভাল বোধ
 হয় বটে, কিন্তু পরিণামে ঐ সুখই হুঃখের কারণ হয়, “পরিণাম-
 তাপ-সংস্কার-হুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাত হুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ”
 পাতঞ্জল দর্শন সাধন পাদ । সাংসারিক সুখে বিষয়তৃষ্ণা এতদূর

বলবতী হইয়া দাঁড়ায় যে আর কিছুতেই শাস্তি হয় না।
যথোত্তর নূতন নূতন অভাব বোধ হয়,

“ন জাতু কামিনাং কাম উপভোগেন শাম্যতি।

হবিষা কৃষ্ণবজ্রৈশ্চ ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে”।

বিষয়লোভপূর্ণগণের বিষয়তৃষ্ণা উপভোগে নিবৃত্ত হয় না, যত
প্রক্ষেপে অগ্নি যেমন অধিকতর প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ বিষয়
ভোগে কামনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অভাব বোধই
হুঃখ।

মানবজীবন লাভ করিয়া যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি না হয়,
দিন দিন অল্পবিস্তররূপে চিন্তের স্থিরতা না জন্মে, চিন্তের
রাজস তামস বৃত্তি সকল ক্রমশঃ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া সত্ত্বের
বিকাশ হইতে না পাকে, তবেই জনম বুঝা, সেই ব্যক্তির
আক্ষেপের বিষয় অনেক আছে। অতীত নুনে করেন,
ধর্মোপাসনা বৃদ্ধকালের কার্য্য, অল্পবয়সে ওসব কথা কেন?
এরূপ ধারণা করা উচিত নহে, কে কত দিন জীবিত থাকিবে
তাহার কোনই স্থিরতা নাই, প্রতি মুহূর্ত্তেই মরণের আশঙ্কা
আছে, আর সময় নাই এরূপ ভাবিয়া উপাসনা করা কর্তব্য।
নীতিকার বলিয়াছেন, “গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্য মাভিরেৎ”।
নিত্যাঙ্গি কর্ম্মের অন্ত্যস্তানে চিত্তশুদ্ধি হয়, পরিশুদ্ধ চিত্তে
ভগবানে ভক্তি জন্মে, দৃঢ়ভক্তি সহকারে ভগবানের অীরাধনা
করিতে থাকিলে ক্রমশঃ দেবমূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত হইতে থাকে,
দীর্ঘকালের অভ্যাসবশতঃ মরণকালে আপনা হইতেই উপাস্ত
‘দেবমূর্ত্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ হইলে
মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠাদি লোকে গমন হয়, মরণকালে চিত্তে যেরূপ

ভাব উদয় হয়, যে আকারে চিত্র আকারিত হয়, মরণের পর সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

‘মৃৎ, যং বাপি অরন্ ভাবং ত্যজ্যত্যন্তে কলেবরং ।

‘তং তমেবৈতি কোহেতুর্ন সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

মৃত্যুযন্ত্রণায় লোকে আপন ইচ্ছায় কিছু ভাবিব্যার শক্তি রাখেনা, দীর্ঘকালের অভ্যাস বশতঃ সংস্কার থাকিলে, স্বভাবতঃ দেবমূর্তি চিত্রে অঙ্কিত হইতে পারে, তাই বলা যাইতেছে শৈশবের পর হইতেই ভগদানের আরাধনায় রত হওয়া আবশ্যক ।

আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে উপযুক্ত গুরু নিকট শাস্ত্রের স্বার্থ সিদ্ধান্ত জানিতে হয়, শাস্ত্র অপার সমুদ্র সঙ্গী, সমস্ত অধ্যয়ন করা, অধ্যয়ন করিয়া প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। শাস্ত্রের সারসংগ্রহে যত্ন করা অনুষ্ঠাতৃগণের কর্তব্য, কোন্ কোন্ মূল-ভিত্তির উপর শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নির্ভর করে, কোন্ কোন্ বিষয়ে শাস্ত্র সকলের ঐক্যমত আছে, শাস্ত্রের কোন্ কোন্ অংশে প্রামাণ্য ইত্যাদি বিষয় জ্ঞান আবশ্যক ।

অনন্তশাস্ত্রং বিবিধা চ বিজ্ঞা

স্বল্পশচ কালো বহুবোহপি বিদ্যাঃ ।

যং সারভূতং তদুপাসিতব্যং

হংসেণ যথা ক্ষারমিবানুমিশ্রম্ ॥

অর্থাৎ, শাস্ত্রের শেষ নাই, বিজ্ঞা নানাবিধ, আয়ুঃ অতি অল্প, তাহাতে আবার বিদ্য বিপত্তি নানাবিধ, অতএব হংসগণ যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ পৃথক্ রূপে গ্রহণ করে, সারভাগ গ্রহণ

করিয়া অসার ভাগ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ শাস্ত্রের বাহা সার, তাহাই গ্রহণ করা কর্তব্য।

আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় কৰ্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগের প্রতীতি একমাত্র শাস্ত্র হইতেই হয়। সাধারণতঃ প্রতীক্ষের অগোচর বিষয় অনুমান দ্বারা স্থির হয়, অনুমানেরও অগোচর অতি সূক্ষ্ম পদার্থ শাস্ত্রের দ্বারাই জানা যায়,

সামান্যতস্ত দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ ।

তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষোপায়াগমাৎ সিদ্ধম্ ॥

সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থের জ্ঞান হয়, অনুমানেরও গোচর নহে। এরূপ পরোক্ষ পদার্থ স্বর্গাদির জ্ঞান শাস্ত্র হইতেই হইয়া থাকে।

শাস্ত্রের মধ্যে যেদই স্বতঃ প্রমাণ, বেদ নিত্য বা ঈশ্বর বাক্য বা ঈশ্বর প্রণোদনে আপত্তি হইতেই নিষিদ্ধ প্রমাসবৎ ঋষিগণের মুখনিঃসৃত, এ বিষয়ে বাদী সকলের মতভেদ থাকিলেও বেদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য, উপদেশ অশেষ কল্যাণ-দায়ক এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র স্বতঃ প্রমাণ নহে, উহার শ্রুতি বাক্য কল্পন্য করিয়া প্রমাণ রূপে গৃহীত হয়, অর্থাৎ কোনও একটা স্মৃতি বা পুরাণাদি বাক্য দ্বারা উহার মূলশ্রুতির অনুমান হয়। সৰ্ব্বত্র ঋষিগণ শ্রুতি স্মরণ করিয়া স্মৃতি পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, স্মরণ করিয়া লেখা হইয়াছে বলিয়া পুরাণাদিকেও স্মৃতি বলা হইয়া থাকে। উক্ত রূপে অনুমিত শ্রুতি সকলকে কল্প্য (অনুমেষ) শ্রুতি বলে, পক্ষান্তরে সাঙ্গাৎ দৃষ্ট শ্রুতির নাম কুপ্তশ্রুতি। শ্রুতির উপদেশ প্রভু বাক্যের ভাষ্য, উহা সঙ্গত কি অসঙ্গত

তাহার বিচার অনুবাহক, প্রভুর অনুমতি “যে আজ্ঞা” বলিয়া ভূত্যাগণের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। পুরাণাদির উপদেশ বন্ধুর উপদেশের ত্যায়, বন্ধু ব্যক্তি কোন বিষয় উপদেশ দিতে গিয়া প্রস্তুত বিষয় উপপন্ন করিবার, নিমিত্ত যেমন নান্যরূপ দৃষ্টান্তাদি দ্বারা সজ্জিত করেন, তদ্রূপ পুরাণাদিতে কোন একটী সারগত্বে বেদনাক্যকে মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া অর্থবাদাদি দ্বারা সেই বিষয়টাকে রঞ্জিত করিয়া রাখা হয়; সময় সময় এই অর্থবাদ অংশ বুদ্ধিতে না পারায়, অনেক অনর্থপাতও হইয়া থাকে।

“প্রাশস্ত্যান্দিদান্ততঃপরং বাক্যমর্থবাদঃ” যে বাক্য সকল বিধেয়ের প্রশংসা ও মিথিষ্কের নিন্দা প্রকটিত করে তাহাকে অর্থবাদ বাক্য বলে। পুরাণশাস্ত্রে এই অর্থবাদের সংখ্যা বড়ই অতিরিক্ত, “সুতরাং জাহার মধ্য হইতে মূল উপদেশ গ্রহণ করিতে প্রয়াস পাইতে হয়। পুরাণে পরস্পর যে মতবৈধ দেখা যায়, যেন অসংলগ্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মে, উক্ত রঞ্জিত অংশই তাহার কারণ। মূল উপদেশে পুরাণ কেন, কোণ শাস্ত্রেই বিরোধ পরিলক্ষিত হয় না। সকলেরই গন্তব্য এক, কেবল গমন পথ নাগাবিধ মাত্র। অনুষ্ঠাতৃগণের অধিকার তারতম্যে একই উপায় সকলের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে না বলিয়াই উপদেশ প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গঠিত। এই অধিকারী ভেদেই শাস্ত্রে নানা সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, সেক্রপ গঠনে কোন ক্ষতি নাই, কেবলই হউক না কেন কোন একটী বিষয় অবলম্বনে চিত্ত স্থির করিতে পারিলেই ক্রমশঃ উন্নতিলাভ হইবে, উপাত্ত দেব পরমেশ্বরকে (সকল দেবকেই পরমেশ্বর

জ্ঞানে আরাধনা করা হইয়া থাকে) যে ভাবেই হউক সর্বদা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ হইবে। হিন্দুশাস্ত্রে সঙ্কোচ নাই, যে যে ভাবের ভাবুক তাহাকে সেই ভাবেই উপদেশ দেওয়া আছে। কেহ পিতৃভাবে, কেহ মাতৃভাবে, কেহ বন্ধুভাবে, কেহ বা শত্রুভাবে সেই পরমেশ্বরকে সর্বদা স্মরণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের উক্তি,

“কামাদ্বেষাদ্ভয়াং স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যশ্বরে মনঃ।

আবেশ্য তুংসং হিত্বা বহব স্তৃণুগতিং গতাঃ” ॥

“কামাদ্ গোপেষ ভয়াং কংসো দ্বেষ্যৈচ্ছৈত্যান্যো নৃপাঃ।

সম্বন্ধাদ্ বন্ধুঃ স্নেহাদ্ যুগং ভক্ত্যা বন্ধুঃ বিভো” ॥

কাম, দ্বেষ, ভয় বা স্নেহ যে ভাবেই হউক ঈশ্বরকে ভক্তি পূর্বক মনোনিবেশ করিয়া চিত্তকে পাপাদি দূর করতঃ বহু সাধক পরম গতি লাভ করিয়াছেন।

গোপীগণ কামে, কংস ভয়ে, শিশুপালাদি নৃপতিগণ দ্বেষে, সৃষ্টিবংশোদ্ভবগণ সম্বন্ধে, আপনারা (পাণ্ডবেরা) স্নেহে এনং আমরা (নারদ প্রভৃতিরা) ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছি।

শ্রীরামচন্দ্রমাতা কৌশল্যাকে বলিয়াছেন,

ততো মাং ভক্তিবোগেন মাতঃ সর্বহৃদি স্থিতং।

পুত্ররূপেণ বা নিত্যং স্তূত্বা শান্তিমবাপ্সাসি ॥

সর্বাস্তর্যামী আমাকে ভক্তিভাবেই হউক অথবা পুত্রভাবেই হউক প্রতিদিন স্মরণ করিয়া শান্তিলাভ করিবেন।

যে কোন কেন্দ্র হউক, প্রত্যেক স্থানেই ঈশ্বর পূর্ণবিরাজমান, তিনি সর্বত্র আছেন, সমস্ত তাহাতে আছে, সমস্তিতে

যে ভাবে ব্যষ্টিতেও সেই ভাবে অবস্থান। প্রহ্লাদের সম্মান
রক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ স্তম্ভ মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়া সকলকে
দেখাইয়াছেন “সর্বত্রই আমার পূর্ণ সত্তা”। তাঁহার অর্কনর
অর্ক সিংহ মূর্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে তিনি সর্বাঙ্গক। শাস্ত্রেও
ঐ ভাবেই উক্ত আছে, ছান্দোগ্যোপনিষদ্

“সর্বং খর্ব্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শাস্ত উপাসীত,” সেই
ঈশ্বর হইতে জাত, তাঁহাতে লীন ও তাঁহা দ্বারা প্রতিপালিত,
সুতরাং সমস্তই ব্রহ্ম।

“স এবাধস্তাং, স উপরিষ্ঠাং, স পশ্চাৎ, স পূরস্তাং, স
দক্ষিণতঃ, স উত্তরতঃ, স এবেদং সর্বমিতি”।

সেই পরমেশ্বর নিম্ন, উর্দ্ধ, পশ্চিম, পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর,
সর্বত্রই আছেন। পরিদৃশ্যমান সমস্ত তিনিই।

“অথ য আত্মা স সেতু বিধৃতি রেবাং লোকানামসন্তেদায়”।

এই আত্মা (পরমেশ্বর) সেতুর ত্রায় অর্থাৎ মূর্ত্তিকাদি
নির্ম্মিত সেতু (আলি) যেমন ব্যবহার কারণ হয়, ইহার এই
ক্ষেত্র, উহার এই ক্ষেত্র ইত্যাদি রূপে ক্ষেত্র সকলকে পৃথক্
পৃথক্ চিহ্ন করিয়া দেয়; তদ্রূপ পরমেশ্বরও বর্ণাশ্রমাদির বাব-
স্থাপন, তিনিই সমস্ত পদার্থ যথাযথ রূপে ধারণ করিয়াছেন,
তাহা না হইলে বিশ্বসংসার ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে
না, অধ্বয়মাণং হীষ্মরৈগেদং বিশ্বং বিনশ্যেত যত স্তম্ভাং স
সেতুবিধৃতিঃ” ছান্দোগ্যের শঙ্করভাষ্য।

বৃহদারণ্যকে।

“এবমেবান্মিরাষ্ট্রনি সর্বাণি ভূতানি, সর্বে দেবাঃ, সর্বে
লোকাঃ, সর্বে প্রাণাঃ, সর্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ”।

সমস্ত প্রাণী, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা, ভূবাদি লোক, বাগাদি ইন্দ্রিয় ও জলচন্দ্রের ছায় প্রাতিশরীরে প্রবিষ্ট সমস্ত আত্ম (জীবাশ্মা) সকলেই এই পরমাত্মা পরমেশ্বরে অবস্থিত আছেন।

“অম্মাত্মা ব্রহ্ম সৰ্বানুভূরিত্যনুশাসনঃ” ।

সৰ্বানুভূঃ সৰ্বানুশাসনঃ সৰ্বানুভবতীতি সৰ্বানুভূরিত্যেতদনুশাসনং সৰ্ববেদান্তোপদেশঃ, শঙ্করভাষ্যঃ ।

সকলের আত্মস্বরূপ হইয়া সমস্ত অনুভব করেন এই নিমিত্ত এই পরমাত্মাকে সৰ্বানুভূ বলে, কেহই সমস্ত বেদান্তের উপদেশ।
তৈত্তিরীয়ে ।

“যো বেদ নিহিতঃ গুহায়ঃ” ।

গুহা অর্থাৎ বুদ্ধিতে অবস্থিত পরমাত্মাকে এষ জানে ।

“কো হ্যেবাগ্নাৎ কঃ প্রাণাৎ যদেব আকাশ আনন্দো ন স্মাৎ” ।

যদি এই আকাশ অর্থাৎ সৰ্বব্যাপী আনন্দ স্বরূপ আত্মা প্রত্যেক বস্তুতে অবস্থান না করেন, তবে কেহই বা জীবিত থাকে ? কেহই নহে, পরমাত্মার সত্তাতেই সকলের সত্তা ।

শ্বেতাশ্বতরে •

“এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা

সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ” ।

এই প্রকৃত প্রকাশশীল, মায়াবশতঃ মহাদাদি রূপে পরিণত, সৰ্বব্যাপী পরমেশ্বর মনুষ্যাদি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে সৰ্বদা অন্তর্ধামী রূপে অবস্থান করিতেছেন । •

একো দেবঃ সৰ্বভূতেষু গৃঢ়ঃ

সৰ্বব্যাপী সৰ্বভূতান্তরাশ্মা । •

কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাবিবাসঃ

সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিঃশূর্ণশচ ॥

অদ্বিতীয়, অব্যক্তভাবে সমস্ত প্রাণীতে অবস্থিত, সর্বব্যাপী, সকল ভূতের স্বরূপ, অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা, সমস্ত প্রাণীতে বর্তমান, পরমেশ্বর সকলের দ্রষ্টা। তাঁহার উপাধি বা সঙ্কাদিগুণ কিছুই নাই।

মন্তুঃ ।

এবং যঃ সর্বভূতেষু পশুত্যাগ্মানমাগ্মন।

স সর্বসমতামেতা ব্রহ্মাতোশ্চি সনাতনম্ ॥

যে ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপে বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত প্রাণীতে আত্মাকে অবলোকন করেন, তিনি সর্বায়দর্শী হইয়া সনাতন ব্রহ্মকে পান, অর্থাৎ মুক্ত হইবেন।

সর্বভূতস্বমাগ্মানঃ সর্বভূতানি চাগ্মনি।

ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥

যোগিগণ শত্রু মিত্র উদাসীন সর্বত্রই তুল্য জ্ঞানে আত্মাকে সকল ভূতে ও সকল ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন।

ঈশ্বর সর্বত্র আছেন এ বিষয়ে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, বাহ্য ভয়ে স্মার উদ্ধৃত করা হইল না। তিনি পূর্ণভাবে সর্বত্র আছেন এই সিদ্ধান্ত কথার উপর কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন পূর্ণভাবে সর্বত্র থাকিলে অসংখ্য ঈশ্বর হইয়া উঠে। এক ব্যক্তির পূর্ণভাবে সর্বত্র অবস্থান সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ। ইহার উত্তরে একমাত্র বলা যায়, ও সকল যুক্তিতর্ক মানবের স্বকীয় সামর্থ্য অনুসারে গঠিত, ঈশ্বরের প্রতি সাধারণ দৃষ্টান্ত চলে না।

অপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা

পশ্চাত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ” ।

তিনি পাণি, পাদ, চক্ষুঃ ও শ্রোত্র রহিত হইয়াও গ্রহণ, দ্রুতগমন, দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন, তবে আর একাকী হইয়া পূর্ণভাবে লক্ষ্য অংশস্থান করিতে অসমর্থ কেন হইবেন ?

আর এক কথা, পূর্ণভাবে থাকেন না বলিলে অংশতঃ থাকেন এইরূপ বলিতে হয়, কিন্তু অসীম অনন্তের অংশ করনা হয় না। ফলকথা কূটতর্ক করিয়া আয়ুঃ ক্ষয় করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। শূন্যে যে যুক্তির কথা উল্লেখ আছে,

“কেবলং শাস্ত্রমাত্রিত্য ন বিচার্য্যং কথঞ্চন ।”

যুক্তিহীন-বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়ন্তে” ॥

কেবল শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া বিচার করা উচিত নহে, যুক্তিবিহীন বিচারে ধর্মের হানি হয়, এই যুক্তি শব্দে অস্বকূল তর্ক বুঝায়, সে তর্কের প্রকার শাস্ত্রেই প্রকাশিত আছে, মীমাংসা শাস্ত্রানুসারে বেদ বাক্যের অর্থাবধারণ করা উচিত। ইহা উল্লিখিত বচনের অর্থ ।

ভগবদগীতার যে বিশ্বরূপ বর্ণনা আছে, তাহা পরিদৃশ্যমান স্থলজগতের অতিরিক্ত আর কিছুই নহে, ইহাকেই বিরাট পুরুষ বলে, স্থল জগৎ হইতে পৃথকভাবে বিশ্বরূপ বুঝা উচিত নহে। পরিদৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই ঈশ্বরের মূর্তি, “সর্বাননশিরো গ্রীবঃ,” ঋতাস্থতর উপনিষদ্। সুতরাং যে কোন বিষয়ে চিন্তা ঘেষ করা হয়, ফলতঃ তাহা ঈশ্বরেই হইয়া উঠে। ভক্ত উপাসকগণ অতি সমাদরে উপাত্ত দেবমূর্তি রক্ষা করেন, বাহাতে শ্রীঈশ্বরের কোন অনিষ্ট না ঘটে সে পক্ষে সত্যত তৎপর

থাকেন ; এখন দেখা যাইতেছে জগতের সমস্ত পদার্থই শ্রীঅঙ্গ, অতএব সকলের প্রতিই দয়া করা উচিত, হিংসা ঘেব সর্বথা পরিত্যজ্য। ভূতগণে হিংসা করিয়া কৰ্ম্ম, ভক্তি বা জ্ঞানযোগের অমুষ্ঠান করিলে তাহা বিফল হয়, সেজ্ঞাপে উপাসনায় ভগবান্ সন্তুষ্ট হন না।

‘ভূতাবমানিনাচ্চায়া মর্চিতেহিংসং ন পূজিতঃ’।

প্রাণীগণের অবমাননা করিয়া প্রতিমাদিতে পূজা করিলে আমি (পরমেশ্বর) তাহাতে প্রীত হই না।

কশীখণ্ডে । ৩

পরিনির্ম্মাণ্য বাগ্জালং নির্ণীত মিত্ মেব হি।

নোপকারাং পুরো ধর্ম্মো নাপকারাদযং পরং ॥

শাস্ত্র সমুদায় আন্দোলন করিয়া ইহাই স্থির করা হইয়াছে, উপকার হইতে ধর্ম্ম নাই এবং অপকার হইতে অধর্ম্ম নাই।

এই নিমিত্তই যোগশাস্ত্রে পাতঞ্জলে বহুবিধরূপে চিত্তপরিকৰ্ম্ম অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির উল্লেখ আছে। অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথমেই অহিংসার উল্লেখ আছে। প্রাণীতে হিংসা ঘেব করিয়া কোন কৰ্ম্ম, ভক্তি বা জ্ঞান যোগের অমুষ্ঠান করিলে তাহা বিফল হয় একথা ভক্তি যোগ গ্রন্থে বহুস্থানে দৃষ্ট হইবে।

কৰ্ম্মযোগই ভক্তি ও জ্ঞানের উপায়, নিত্যাদি কৰ্ম্ম দ্বারা চিত্ত পরিশোধিত না হইলে তাহাতে ভক্তির উদ্রেক হয় না,

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোক্তরে।

অনেকজন্মসংসারস্থিতে পাপসমুচ্চয়ে ?

নাক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী মতিঃ ॥

বহু জন্মসঞ্চিত পাপরাশি ক্ষীণ না হইলে গোবিন্দে মতি

হয় না। নিষ্কাম ভাবে কর্মের অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধি হইলে ঈশ্বরে ভক্তি জন্মে।

জন্মান্তরসহশ্রেণু তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ ।

নরাণাং কীর্ণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে॥

তীর্থ, দান, ধর্ম্ যাহাই কেন করা যাউক না, কেবল চিত্ত শুদ্ধিই উহার ফল “এতেষাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনং” বেদান্তসার। বাহ্য প্রকৃত সত্য তাহা নানারূপ হয় না, কর্মের ফল চিত্তশুদ্ধি, শুদ্ধচিত্তে ভক্তি ও জ্ঞানের উদ্বেক একথা সমস্ত শাস্ত্রে একতানে উচ্চারিত।

ভক্তিরই পরিণাম জ্ঞান, দুইটা পৃথক পদার্থ নহে, “ভক্তন্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্তিতং” ভক্তির চরম সীমাই জ্ঞান। জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড়, একরূপ বিন্যাস কেবল অর্দ্রর দর্শিতাই ফল। ভগবান্ রামানুজ আচার্য্য বলিয়াছেন

“ভবতু মম পরস্মিন্ শেমুবী ভক্তিরূপা” পরমেশ্বরে আমার ভক্তিরূপ শেমুবী অর্থাৎ বুদ্ধি উৎপন্ন হউক।

চিত্তের সহজ্ঞের আবির্ভাবকেই ‘ভক্তি’ বলে। উহাতে রজো ভাগের (হুঃখাদির) ও ‘তমোভাগের’ (অজ্ঞানাদির) ক্ষয় আবশ্যক, আপনাতেই আপনি সুখী থাকিলে, কামিনীর ফলে রাশি রাশি অভাব বোধ না করিলে হুঃখ দূর হয়, পরমসুখে থাকায়, আত্মারাম হওয়া যায়। শাস্ত্রাদির আলোচনায় অজ্ঞান দূর হয়, জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, এইরূপে রজঃ ও তমঃ ভাগের পরাভব হইলে আপনা হইতেই চিত্তে শাস্তি উপস্থিত হয়।

আহার শুদ্ধি অর্থাৎ সার্বিক আহার, চিত্তশুদ্ধির একটি প্রধান উপায়, ছানোগ্য উপনিষদে “মনোময়ং সোম্য মনঃ” ইত্যাদি স্থলে দেখান হইয়াছে, চিত্তের উপচয় অপচয় আহারের সাপেক্ষ, ভুক্ত দ্রব্যের উৎকৃষ্ট অংশ অন্তঃকরণের (স্থূল শরীরের) ও মধ্যম অংশ স্থূল শরীরের উপকার করে, নিকৃষ্ট অংশ পুরীষাদি রূপে বহির্গত হয়। সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহারের বিবরণ গীতাদি শাস্ত্রে আছে।

উপসংহারে বলা যাইতেছে দেবহুল্লভ মানব জীবন লাভ করিয়া যাহাতে দিন দিন চিত্তের উৎকর্ষ হয়, অকপট ভাবে তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য। প্রভাতে গাঁত্রোখান করিয়া সমস্ত সংসার কার্যো লিপ্ত থাকিয়া রাত্রিতে শয়নকালে যদি অহোরাত্রের অনুষ্ঠিত কর্ম কলাপের সমালোচনা করিয়া দেখা যায় “অথ এই টুকু পুণ্য” ও “এই টুকু পাপিকর্ম” করা হইয়াছে তাহা হইলে ক্রমশঃ পাপের অংশ ন্যূন হইয়া পুণ্যের অংশ বদ্ধিত হইতে পারে। বলা বাহুল্য পুণ্যের অনুষ্ঠানে ও পাপের ক্ষালনে বলবতী স্পৃহা থাকা চাই। পাপপুণ্য জ্ঞান শাস্ত্রও অনুকূল যুক্তি হইতে জন্মে, শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সন্দেহের নিকটই জাতব্য “আচার্য্যবান্ পুরুষৌ বেদ” উপযুক্ত আচার্য্য পাইলেই তাহার উপদেশে পরম-পদ লাভ হয়। গুরুমুখে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সকলে সমবেত হইয়া তাহার আলোচনা করা উচিত। সর্বদা সঙ্গ-দেশ শ্রবণে ও আলোচনে চিত্তমগ্ন কালিত হয়, চিত্তস্থির হয়, হৃদমণির চিত্তশব্দকে আয়ত্ত করা যায়। দূষিত চিত্ত হইতে শব্দ নাই, পরিপূর্ণ চিত্ত হইতে মিত্র নাই। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ধর্মোন্নতি হয়, কারণ জ্ঞান ও ধর্ম উভয়ই এক সমুদ্র

(৮৮০)

গুণের কার্য, স্মৃতির উহাদের একের উৎকর্ষে অপরের উৎকর্ষ
অবশ্যসম্ভাবী ।

ক্রমশঃ সকলের কৰ্ম, ভক্তি, ও জ্ঞানের আলোচনা, অনু-
ষ্ঠানে যথোত্তর আধ্যাত্মিক উন্নতি হউক, ৮ ভগবানের নিকট
ইহাই প্রার্থনা ।

হরিঃ ওম্ ।

কাল্চন । ১৩০৯ । }
বহরমপুর । }

শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্মা ।

শ্রীমদ্ভাগবতে

তৃতীয়স্কন্ধে

ভক্তিযোগঃ ।

শ্রীদেবহুতিরূবাচ

লক্ষণং মহাদাদীনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ ।

স্বরূপং লক্ষ্যতেহমীবাং যেন তৎ পারমার্থিকং ॥১॥

যথা সাংখ্যেষু কথিতং যন্মূলং তৎ প্রচক্ষতে ।

ভক্তিযোগঃ স্য মে মার্গঃ ক্রহি বিস্তরতঃ প্রভো ॥২॥

নমঃ শ্রীপুণ্ডরীকাকং পূর্ণচন্দ্রদ্বিজান্ননা ।

রহস্যং ভক্তিযোগস্ত বর্ণ্যতে ভাবগুহ্যে ॥

অমীবাং মহাদাদীনাং মহদহকারপঞ্চতন্মাত্রৈকাদশেন্দ্রিয়পঞ্চ-
মহাভূতানাং, প্রকৃতেঃ মূল কারণস্ত প্রধানস্ত, পুরুষস্য চ
চেতনরূপস্ত কেবলং ভোক্তাঃ তৎ পারমার্থিকং পরস্পরবিবিক্তং
•থার্থং স্বরূপং তৎ যেন লক্ষ্যতে সমাগ্ •জায়তে, সাংখ্যেষু
সাংখ্যশাস্ত্রেষু যথা তথা কথিতং, যন্মূলং মো ভক্তিযোগঃ মূলং
প্রয়োজনং বস্ত তৎ প্রচক্ষতে কথয়ন্তি পণ্ডিতা ইতি শেষঃ,

লক্ষণং ইত্যর্থঃ, হে প্রভো ! নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ ! মে মহ্যং বিস্ত-
রতঃ বাহুল্যেন ভক্তিব্যোগস্ত তং মার্গঃ উপায়ং ক্রহি বদ ॥ ১ ॥ ২ ॥

দেবহুতি কহিলেন ।

প্রভু ! সাংখ্যশাস্ত্রে যেসকল বর্ণিত আছে, তদনুসারে পূর্বোক্ত
মহত্ত্বাদির, প্রকৃতির ও পুরুষের পরস্পর পৃথক্ যথার্থস্বরূপ
যে লক্ষণদ্বারা বুঝা যায়, সেই লক্ষণ যে প্রয়োজনের নিমিত্ত
বর্ণিত হইয়াছে, ভক্তিব্যোগের সেই পথ বিস্তারিতভাবে আগ্রার
নিকট বর্ণনা করুন ॥ ১ ॥ ২ ॥

বিরাগে যেন পুরুষো ভগবন্ সর্বতো ভবেৎ ।

আচক্ষু জীবলোকস্ত বিবিধাঃ কৰ্ম্মসংসৃতীঃ ॥ ৩ ॥

কালস্তে স্বরূপস্য পরেষাঞ্চ পরস্ত তে ।

স্বরূপং বত কুৰ্বন্তি যদ্বৈতোঃ কুশলং জনাঃ ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্ ! যেন বিবিধসংসৃতিবর্ণনেন পুরুষঃ সৰ্বতঃ
লৌকিকালৌকিকবিষয়েভাঃ বিরাগঃ আসক্তিরহিতো ভবেৎ ।
জীবলোকস্ত বিবিধা নামাবিধাঃ কৰ্ম্মসংসৃতীঃ কৰ্ম্মজ্ঞাতাঃ সংসৃতীঃ
গতীঃ মম আচক্ষু মহ্যং বদ । ঈশ্বররূপস্ত মহাপ্রভাবস্ত তে
অদাত্তকস্ত, পরেষাঞ্চ পরস্ত সর্বশ্রেষ্ঠস্ত কালস্ত কলয়িতুঃ সর্ব-

পূর্বগ্রন্থে বিস্তারিতভাবে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বর্ণনা আছে, ভক্তিব্যোগ
বুঝাইবার নিমিত্তই পুনের ঐ সমস্ত বলা হইয়াছে । মহত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চ
ভ্রমাত্র, এতাদেশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই কএকটা মহাদাদি শব্দে বুঝাইবে ।
জগতের মূল কারণকে প্রকৃতি বা অপ্রাণ বলে, উহা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ
গুণত্রয়স্বরূপ । পুরুষশব্দে চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে বুঝায় । ইহাদের বিশেষ
বিবরণ সংপ্রকাশিত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ও পাতঞ্জলদর্শনে দ্রষ্টব্য ॥ ১ ॥ ২ ॥

সংহর্তুঃ স্বরূপং তত্ত্বঞ্চ বদ । জনাঃ যদ্বৈতোঃ যদ্ব্যগং কুণলং
পুণ্যং কুর্কন্তি আচরন্তি ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ভগবন্ ! যাহা দ্বারা মনুষ্যগণ সমস্ত বিষয় হইতে বিরক্ত
হয়, জীবলোকের কাম্বিশতঃ সেই নানাবিধ গতির বর্ণনা
করুন। মহাপ্রভাবশালী পরাংপর আপনার স্বরূপ কালের
যথার্থ তত্ত্ব কি ? তাহাও বর্ণনা করুন। উক্তবিধ কালের
ভয়েই মনুষ্যগণ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

লোকস্য মিথ্যাভিমতে রচক্ষুষ-

শ্চিরং প্রসুপ্তস্য তমশ্চনাশ্রয়ে ।

শ্রান্তস্য কর্মস্বনুবিদ্বয়া ধিয়ান্ ।

ত্বমাবিরাসীঃ কিল যোগভাস্করঃ ॥ ৫ ॥

অচক্ষুষঃ অজ্ঞস্য অতএব মিথ্যাভিমতে মিথ্যাত্মতে দেহাদৌ ।
অভিমতি রহকারো যস্য তাদেশস্য, অতঃ কাম্বশ্চ অনুবিদ্বয়া
অনুরক্তয়া ধিয়া বুদ্ধ্যা শ্রান্তস্য, অতএব অনাশ্রয়ে অপারে
তমসি অবিজ্ঞানক্ষেত্রে সংসারে চিরং প্রসুপ্তস্য অনাদিকালং
নিদ্রিতস্য লোকস্য প্রবোধনার ইতি শেষঃ, ত্বং যোগভাস্করঃ
যোগপ্রকাশকঃ ভাস্করঃ সূর্য্যঃ আবিরাসীঃ কিল, প্রাতীভূতঃ
খলু ॥ ৫ ॥

চক্ষুরহিত অর্থে জ্ঞানহীন, মিথ্যা দেহাদিতে অভিমান

দেহাদিতে আত্মাভিমান থাকতেই শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান হয়,
এই অভিমানের প্রতি অজ্ঞানই কারণ। সূর্য্যের উদয় হইলে নিজাত্যাগ হয়,
জ্ঞানাস্করের উদয় হইলেও অজ্ঞান-নিজা দূর হয় ॥ ৫ ॥

(আমি আমার বোধ) যুক্ত, কৰ্ম্মানুষ্ঠানে আসক্ত বুদ্ধিতে
পরিশ্রান্ত, অপারতমঃ অর্থাৎ অবিষ্টারূপ সংসারে চিরকাল
নিদ্রিত, ব্যক্তির প্রবোধের নিমিত্ত আপনি যোগপ্রকাশক
স্বর্ঘ্যের জ্ঞায় আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ ।

ইতি মাতু বচঃ শ্লক্ষ্যং প্রতিনন্দ্য মহামুনিঃ ।

আবভাষে কুরুশ্রেষ্ঠ প্রীত স্তাং করুণাদিতঃ ॥ ৬ ॥

‘হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! মহামুনিঃ কপিলঃ মাতু’র্দেবহৃত্যাঃ শ্লক্ষ্যং
সুন্দরং ইতি পূর্বোক্তং বচঃ প্রতিনন্দ্য সাধু উক্তমিতি প্রশস্ত
প্রীতঃ সন্তুষ্টঃ করুণাদিতঃ দয়াদ্রুদয়ঃ সন্ তাং মাতরং আব-
ভাষে উবাচ ব্রহ্মমাণং ইতি শেষঃ ॥ ৬ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন ।

মহামুনি কপিল মাতার পূর্বোক্ত সুন্দর বাক্যের প্রশংসা
করিয়া সন্তুষ্ট ও করুণাসূক্ত হইয়া, তাঁহার প্রহৃত্তর দিয়া
ছিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গে ভামিনি ভাব্যতে ।

স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিষ্যতে ॥ ৭ ॥

হে ভামিনি ! মৌন্দর্যাদিগুণযুক্তে ভক্তিযোগঃ মার্গেঃ
প্রকারবিশেষৈঃ বহুবিধো বহুধা ভাব্যতে নম্পাদ্যতে । তানেবাহ
পুংসাং স্বভাবভূতা বৈ গুণাঃ স্বভাদয়ঃ তেষাং মার্গেণ বৃত্তিভেদেন

ভাবঃ অভিপ্রায়ঃ ভক্তিব্যোগ ইত্যর্থঃ, বিভিন্নভেদে ভিন্নো ভবতি
সঙ্কল্পভেদা ভুক্তিভেদঃ সাত্ত্বিকঃ রাজসঃ তামসশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

ভগবান্ কপিল কহিলেন ।

ভামিনি ! ভক্তিব্যোগে প্রকারভেদে বহুবিধ সম্পন্ন হইয়া
থাকে । মনুষ্যগুণের স্বভাবভূত গুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) ভেদে
ভাব অর্থাৎ চিন্তের অভিপ্রায় বিভিন্ন হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দন্তং মাংসর্য্য মেব বা ।

সংরন্তী ভিন্নদৃঃ ভাবঃ ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥ ৮ ॥

যো ভিন্নদৃষ্টি ভেদদর্শী সংরন্তী গৃহদেবঃ ক্রোধী, হিংসাং
পরপীড়নং দন্তং ধর্ম্মস্বজবৃত্তিঃ কৈতবমিত্যর্থঃ, মাংসর্য্যং দ্বেষং
এব বা অভিসন্ধায় সমুদ্दिष्ट ময়ি পরমেশ্বরে ভাবঃ ভক্তিং কুর্য্যাৎ
স তামসঃ তমঃ-স্বভাবঃ ভক্তাধম ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

যে ভেদদর্শী ক্রোধী ব্যক্তি হিংসা, শঠতা বা দ্বেষ বশতঃই
আমার ভক্তি করে, সে তামস-অর্থাৎ তমঃ-স্বভাব ভক্তাধম ॥ ৮ ॥

বিষয়া নভিসন্ধায় যশঃ ঐশ্বর্য্য মেব চ ।

অর্চাদাবর্জ্যেণো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ ॥ ৯ ॥

পৃথগ্ভাবঃ ভেদদর্শী যঃ বিষয়ান্ ভোগ্যান্ শব্দাদীন্, যশঃ দিক্শু-
ষাপ্তাং খ্যাতিং, ঐশ্বর্য্যং ধনাদিকং এব চ অভিসন্ধায় সমুদ্दिष्ट
তত্ত্বকামনয়া • অর্চাদৌ প্রতিমাдиষু মাং অর্চয়েৎ পূজয়েৎ স
রাজসঃ রজঃস্বভাবঃ ভক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

পৃথগ্ভাব অর্থাৎ ভেদদর্শী যে ব্যক্তি শব্দাদি ভোগ্য বিষয়,
যশঃ বা ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া প্রতিমাदिতে ভক্তিপূর্ব্বক আমার
পূজা করে সে রাজসভক্ত ॥ ৯ ॥

কৰ্ম-নির্হার, মুদ্दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणं ।

যজেদ্ যক্ৰব্য মিতি বা পৃথগ্ভারঃ স সাত্বিকঃ ॥ ১০ ॥

সঃ পৃথগ্ভাবঃ ভেদদর্শী উপাশোপাসকভেদজ্ঞানবান্ কৰ্ম-
নির্হারং পাপক্ষয়ং, পরস্মিন্ বা পরমেশ্বরে তদর্পণং কৰ্ম্মার্পণং
ভগবৎপ্রীতিমুদ্दिश्येत্যর্থঃ, যক্ৰব্যং বিহিতত্বাৎ মমেদং কৰ্ত্তব্য-
মিতি বা বুদ্ধ্যা যজ্ঞে মাং পূজয়েৎ, স ভক্তঃ সাত্বিকঃ সত্ত্বগুণ-
স্বভাব ইত্যর্থঃ । ভেদদর্শিত্বং অর্চাদৌ পূজনং চ ত্রিষপি তামস-
রাজস-সাত্বিকেষু সমানং ॥ ১০ ॥

“যে পৃথগ্ভাব (ভেদদর্শী) ব্যক্তি পাপক্ষয়ের নিমিত্ত বা
ভগবানে অর্পণের নিমিত্ত অথবা কৰ্ত্তব্য বোধে যাগাদির অনু-
ষ্ঠান করেন, তাঁহাকে সাত্বিকভক্ত বলে ॥ ১০ ॥

मद्गुण-श्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये ।

মনোনাতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাস্তসোহস্মুর্ধো ॥ ১১ ॥

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হুদাহতং ।

অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ১২ ॥

মদ্গুণশ্রুতিমাत्रेण, মম গুণানাং শ্রবণেনৈব সর্বগুহাশয়ে
সর্বাস্থ গুহাস্থ জীবহৃদয়েষু শেতে অন্তর্য়ামিতয়া বর্ততে ইতি
সর্বগুহাশয়ঃ ভগবান্, তস্মিন্ পরমেশ্বরে ময়ি অস্মুর্ধো সমুদ্রে
গঙ্গাস্তসঃ, গঙ্গাপ্রবাহস্তেব অবিচ্ছিন্না বিচ্ছেদরহিতা বিব্রাস্তর-

উপাস্য উপাসকে ভেদ জ্ঞান থাকিলে ব্যবধান ঘটে, মধ্যে যেন বা-
ধায়ক কিছু থাকিয়া যায়, সর্বতোভাবে অভেদ জ্ঞান হইলে আর সেরূপ
সম্ভাবনা হয় না, অভিন্ন বস্তুতে ব্যবধান হয় না ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

শূন্য মনোবৃত্তিঃ মনসো বৃত্তিঃ পরিণামঃ ধোয়াকারধারণঃ যা
অহৈতুকী ফলাভিসন্ধিরহিতা অব্যবহিতা ভেদদৃষ্টিশূন্য ভক্তিঃ
স্যা নিৰ্গুণস্ত ভক্তিব্যোগস্ত লক্ষণং ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

আমার গুণ (সত্যলক্ষণাদি) মুকলের শ্রবণমাত্রেই সমস্ত
জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামিকরূপে অবস্থিত আত্মাতে সমুদ্রে গঙ্গা-
প্রবাহের ত্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে চিন্তের গতি (বৃত্তি) অর্থাৎ
ধোয়াকার ধারণ, যে ভক্তিরই হেতু রহিত (ফল সঙ্কল বর্জিত)
যাহা অব্যবহিত অর্থাৎ ভেদজ্ঞান বিহীন, সেইটাই নিৰ্গুণ ভক্তি-
যোগের লক্ষণ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

সালোক্য-সান্তি-সামীপ্য-সাক্ষৈপ্যকৃত্তমপ্যুত ।

দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ১৩ ॥

• ভক্তানাং নিকামতাং কৈমুতিকৃত্যয়েনাই সালোক্যোতি,
জনাঃ সমান্তান্তিকভক্তাঃ মৎসেবনং বিনা সমারাদনং বিনা
সালোক্যাদি দীয়মান মপ্যুত অর্প্যমাণ মপি কেনচিৎ ন গৃহ্ণন্তি,
সালোক্যাদিষু মৎসেবনাসম্ভবাৎ দীয়মানমপি তৎ ন স্বীকুর্ষন্তি,
তৎকামনা তু প্রাৰ্হুগেব নিরস্তা । তত্র সালোক্যঃ নাম একশ্বিন্

সালোক্যাদি কামনা করেন। বলায় বিষয়ভোগে সর্বথা বিমুখ একথা
অবশ্যই বুঝিতে হইবে, যাহারা উক্তবিধ ভক্ত সর্বতোভাবে নিকাম ।
উপাসকের সহিত সমান লোকে শ্বাস করা সালোক্য, সমানৈশ্বর্য্য সান্তি,
নিকটে অবস্থান সামীপ্য, সমানরূপ (চতুর্ভুজাদি) ধারণ সাক্ষৈপ্য, এক
শরীরে অবস্থান সাবুজা, এইগুলিকে অপর মুক্তি বলে, স্বর্গাদির ন্যায়
সালোক্যাদিও ক্ষয়শীল বলিয়া বিরক্ত যোগী উহঁদের কামনা করেন না,
তাহারা নির্দ্বন্দ্ব মুক্তিরই কামনা করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

লোকে বাসঃ, সার্টিঃ সমানৈশ্বৰ্য্যং, সামীপ্যং নিকটবর্তিত্বং,
সারূপ্যং সমানরূপতা, একত্বং সাযুজ্যং তচ্ছরীরেহবস্থানং ॥ ১৩ ॥

উক্তবিধ ভক্তজন আমার সেবা ব্যতিরেকে সালোকা, সার্টি,
সামীপ্য, সারূপ্য বা একত্ব (সাযুজ্য) এই সমস্তকে কেহ দিলেও
গ্রহণ করে না ॥ ১৩ ॥

‘স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহতঃ ।

যেনাতিক্রম্য ত্রিগুণান্ মদ্ভাবায়োপপত্ততে ॥ ১৪ ॥

নহু সালোক্যাদৌ ন চেৎ কামনা কিমিতি তর্হি ভজন্তে ?
ইত্যতঃ ভক্তেরেব পরমফলত্বমিত্যাহ স এবৈতি যেন ত্রিগুণান্
ত্রীন গুণান্ সম্বাদীন প্রকৃতিমিত্যর্থঃ অতিক্রম্য অতিব্রজ্য প্রকৃতি
পর্যাস্তেষু জড়বর্গেষু জাতাস্তং বিরক্তঃ মদ্ভাবায় মৎস্বরূপপ্রাপ্তয়ে
উপপত্ততে যোঃগ্যা ভবতি, স এব আত্যন্তিকঃ অতিশয়ঃ ভক্তি-
যোগাখ্য উদাহতঃ কথিতঃ । সালোক্যাদি তু ত্রৈগুণ্যাস্তবর্তি
এব, অতঃ তানি বিহার্য সচ্চিদানন্দপরব্রহ্মরূপো ভবতীতি
ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

যাহা দ্বারা গুণবস্তুর (মায়া) অতিক্রম করিয়া আমার স্বরূপ
প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মকথা মুক্ত হয় সেইটাই আত্যন্তিক ভক্তি
যোগ ॥ ১৪ ॥

গুণত্রয়ের অতিক্রম বলায় সালোক্যাদিতে বৈরাগ্য আপনা হইতেই
বল হইয়াছে, কারণ সালোক্যাদিও ত্রৈগুণ্য মধ্যবর্তী, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম
ব্যতিরেকে সমস্তই গুণত্রয়ের অন্তর্গত । সালোক্যাদিতে কামনা না
থাকিলে কিজন্ত ভজন করে ? একরূপ আশঙ্কা হইবে না, কারণ ভক্তিই
পরম প্রয়োজন, অর্থাৎ ভক্তি করাই পরম আনন্দ ॥ ১৪ ॥

নিষেবিতা-নিমিত্তেন স্বধর্মেণ মহীয়সা ৭

ক্রিয়াযোগেন শস্তেন না তিহিংশ্ৰেণ নিত্যশঃ ॥ ১৫ ॥

আত্মান্তিকভুক্তঃ সাধনাত্মা, নিষেবিতা-নিমিত্তেন, নিতরাং সেবিতেন সমগ্ৰলুপ্তিতেন, অনিমিত্তেন ফলকামনারহিতেন, স্বধর্মেণ স্বকীয়েন ধর্মেণ নিত্যনৈমিত্তিকেন, মহীয়সা মহত্ত্বেন শ্রদ্ধাদিষু ক্তেন, শস্তেন প্রশস্তেন না তিহিংশ্ৰেণ পরপীড়াদি-রহিতেন নিত্যশঃ প্রতিদিনং ক্রিয়াযোগেন পঞ্চরাত্রাদ্যাক্তপূজা-প্রকারেণ ॥ ১৫ ॥

আত্মান্তিক ভক্তির উপায় বলিতেছেন, অমিশ্র ভাবে নিষেবিত অর্থাৎ ফলকামনা না করিয়া সম্যক্ অলুপ্তিত, নিত্য নৈমিত্তিক স্বকীয় ধর্ম, মহত্তর অর্থাৎ শ্রদ্ধাদি সহকৃত, প্রশস্ত, হিংসা-রহিত প্রত্যহ ক্রিয়াযোগ অর্থাৎ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে উক্ত পূজা দ্বারা ॥ ১৫ ॥

মন্ধিষ্য-দর্শন-স্পর্শ-পূজা-স্তব্যভিবন্দনৈঃ ।

ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সন্তোমাসঙ্গমেন চ ॥ ১৬ ॥

মন্ধিষ্যং মৎস্থানং মৎপ্রতিমাদি তত্ত্বদর্শনাদিভিঃ, ভূতেষু প্রাণিষু মদ্ভাবনয়া অন্তর্ধামিতয়া ঈশ্বরোহবতিষ্ঠতে ইতি চিন্তনেন, সন্তোমৈ ধৈর্য্যেণ, অসঙ্গমেন বৈরাগ্যাক্ষুর্জন-সঙ্গ-রাহিত্যেন বা ॥ ১৬ ॥

আমার প্রতিমাদি অধিষ্ঠান স্থানের দর্শন, স্পর্শ, পূজা, স্তব ও অভিবন্দন, সমস্ত প্রাণীতে অন্তর্ধামীরূপে ঈশ্বর আছেন এইরূপ চিন্তা, ধৈর্য্য ও বৈরাগ্য অথবা অসংসঙ্গ পরিহার দ্বারা ॥ ১৬ ॥

মহতাং বহুমানেন দীনানা মনুকম্পয়া ।

মৈত্র্যা চৈবান্নতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ ॥ ১৭ ॥

মহতাং যোক্তমানাং বহুমানেন পূজনেন, দীনানাং স্বাধমানাং
• অনুকম্পয়া দয়য়া, ঋণাতুল্যেষু চ স্বসদৃশেষু চ মৈত্র্যা মিত্রভাবেন,
যত্নেন যোগশাস্ত্রোক্তেন অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহরূপেণ,
নিয়মেন চ শোচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানরূপেণ চ ॥ ১৭ ॥

আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের বহুমান করা, দরিদ্র
গণের প্রতি দয়া করা, আপনার তুল্য ব্যক্তিতে সৌহার্দ এবং
পূর্বোক্ত যথ নিয়ম দ্বারা ॥ ১৭ ॥

• আধ্যাত্মিকানুশ্রবণা নামসঙ্কীৰ্ত্তনা চ মে ।

আৰ্জ্জবেন্মর্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা ॥ ১৮ ॥

আধ্যাত্মিকানুশ্রবণাং আধ্যাত্মিকানাং বেদান্তাদিশাস্ত্রাণাং
অনুশ্রবণাং প্রতিদিনমধ্যয়নাং, মে নামসঙ্কীৰ্ত্তনাচ্চ হরিবিষ্ণু-
প্রভৃতিনাম্নাং উচ্চৈঃ গানাং, আৰ্জ্জবেন ঋজুতয়া সারল্যেন,
• আর্য্যসঙ্গেন সাধুসেবয়া তথা নিরহংক্রিয়য়া অভিমানরাহি-
তোস্মৈ ॥ ১৮ ॥

প্রতি দিন বেদান্তাদি আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের অধ্যয়ন, হরি
বিষ্ণু প্রভৃতি নাম সঙ্কীৰ্ত্তন, সরলতা, সাধুসঙ্গ, ও অভিমান
পরিত্যাগ দ্বারা ॥ ১৮ ॥

কেবল যম ও নিয়মের উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু আসনাদিও জ্ঞাপিতে
হইবে, অর্থাৎ অষ্টাঙ্গযোগেরই অনুষ্ঠান বুঝিতে হইবে। অষ্টাঙ্গযোগের
বিবরণ অধ্যাত্মরামায়ণ অংশে লেখা হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

মদ্বর্ষ্যণো গুণৈ রেতৈঃ পরিসংস্কৃত আশয়ঃ ।

পুরুষশ্রাঙ্গসাত্ত্বমিতি শ্রুতমাত্রাগুণং হি মাং ॥ ১৯ ॥

এতৈঃ পূর্বোক্তৈর্গুণৈঃ মদ্বর্ষ্যণো ময়ি ধর্মো যন্ত বহুতীহৌ
ধর্মাৎ, তন্ত মম ধর্মোন্মীতাতুঃ পুরুষশ্রাঙ্গ আশয়ঃ চিত্তং পরি-
সংস্কৃতঃ অতি নির্মলঃ সন্ শ্রুতমাত্রা গুণা যন্ত তুং মাং 'অঙ্গনা'
শীঘ্রং অভিযতি হি লভতে এব. মদগুণ-শ্রবণমাত্রেন মাং
প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

আমাতে যাহার ধর্ম (ভক্তি) আছে এরূপ পুরুষের পূর্বোক্ত
গুণসকলের দ্বারা নির্মলচিত্ত আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই আমাকে
পাইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

যথা বাত-রথো ভ্রাগ মারুভুক্তে গন্ধ আশয়াৎ ।

এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি'র্যং ॥ ২০ ॥

প্রযত্নং বিনৈব প্রাপ্তৌ দৃষ্টান্তমাহ যথেনিতি. বাতরথঃ বাতঃ
বায়ুরেব রথঃ প্রাপকো যন্ত. সঃ বায়ুচালিত ইত্যর্থঃ, গন্ধঃ
আশয়াৎ আধারাৎ পুষ্পাদেঃ যথা ভ্রাগুং নাসিকাং মারুভুক্তে
আবুণোতি বশীকরোতি, এবং উক্তপ্রকারেণ যোগরতং
সমাধিনিষ্ঠং, অতএব অবিকারি সমং সুখদুঃখয়োরেকরূপং চেতঃ
আত্মানং পরমেশ্বরং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ, বাতঃ গন্ধঃ ভ্রাগমিব যোগঃ

চিরকাল ঈশ্বরের নাম শ্রবণ কর্ত্তন করিয়াও কাহার চিত্ত গলিত হয়
না (পাশ্চাত্যে নাস্তি কর্দমঃ) কাহার বা শ্রবণ মাত্রেই চিত্ত ভক্তিরসে আদ্রুত
হয়, চিত্তপ্রসাদ না জন্মিলে ভক্তি হয় না, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা
চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে শ্রবণ মাত্রেই ঈশ্বরে ভক্তির উদ্রেক হয় ॥ ২০ ॥

চেতঃ আত্মানং প্রাশ্নয়তীতি ভাবঃ, যৎ চেতঃ অবিকারি
ইত্যম্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

যেমন বায়ু সহকারে আপন আধার পুষ্পাদি হইতে
ব্রাণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে, তদ্রূপ যোগাভ্যাস দ্বারা যে চিত্ত
বিকার রহিত (সর্বাবস্থায় সমভাবে অবস্থিত) হয়, উহা
আত্মাকে পার, আত্মার স্বরূপ গ্রহণে সমর্থ হয় ॥ ২০ ॥

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাহবস্থিতঃ সদা ।

তমবজ্জায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতে হুর্চ্চাবিড়ম্বনং ॥ ২১ ॥

সর্বভূতাত্মদৃষ্টোহ চিত্তশুদ্ধির্ভবতীতি বক্তুং কেবলং প্রতি-
মাদিনিষ্ঠাঃ নিন্দন্যাহ অহমিতি, ভূতাত্মা ভূতানি জীবাঃ আত্মা
স্বরূপঃ যন্ত ভূতানাং আত্মা বা অহং সদা সর্বেষু ভূতেষু প্রাণিষু
অবস্থিতঃ অকুর্য্যমিতয়া বর্তমানঃ, মর্ত্যঃ লোকঃ তং মাং অবজ্জায়
অজ্জাত্য অর্চ্চা-বিড়ম্বনঃ অর্চ্চা প্রতিমা এব বিড়ম্বনং অনুকরণং
কুরুতে, অর্চ্চায়াং এব স্থিতঃ, নাভ্যত্রেতি মন্ততে ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

জীবগণের আত্মাস্বরূপ আমি সমস্ত প্রাণীতে সর্বদা অবস্থান
করিতেছি, অবোধ মনুষ্যগণ তাহা না জানিয়া কেবল প্রতি-
মাতে আমার অনুকরণ করে, অর্থাৎ কেবল প্রতিমাই আমার
মূর্ত্তিঃ, অতএব কিছু নহে এরূপ বোধ করে ॥ ২১ ॥

উপাস্যদেব কেবল প্রতিমাতে আছেন, অন্যত্র নাই, এরূপ ভাবা উচিত
নহে, তিনি সমভাবে সর্বত্রই বিরাজিত । যে কোনও আলম্বনে উপাসনা
করিলে ফল সিদ্ধি হয় না, এরূপ বলা যায় না, “যথাভিমত-ধ্যানাদ্বা”
পাতঞ্জলমতে, যে কোন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া চিত্ত স্থির করিতে পারি-
লেই ফল হয় । বিশেষ, এই শাস্ত্রোক্ত মূর্ত্তিতে শীঘ্র ফল হয়, ভক্তির
উদ্রেক হয়, অন্যত্র সেরূপ হয় না ॥ ২১ ॥

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তু মাংগানি মীশ্বরং ।

হিহাৰ্চাং ভজতে মোচ্যাদুশ্মন্তেব জুহোতি সঃ ॥ ২২ ॥

যো জনঃ সর্বভূতেষু নিখিলপ্রাণিষু কিত্যাদিষু বা মন্তুং তিষ্ঠন্তুং ঈশ্বরং আশ্বানং মাং হিহা উপেক্ষ্য মোচ্যামোহাং অর্চাং প্রতিমাং ভজতে সেবতে, স ভস্মন্তেব জুহোতি, বৃথৈব তন্তু পূজনম্ । অত্রৈব মূর্তৌ বর্ততে নাগ্নত্রেতি বুদ্ধিঃ কদাপি ন কর্তব্য ॥ ২২ ॥

যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণিতে অবস্থিত্ত্ব পরমাশ্বা পরমেশ্বর আমার উক্তভাবে উপেক্ষা করিয়া মোহবশতঃ কেবল প্রতিমাতে আমার পূজা করেন, তাঁহার সেই পূজা ভস্মে আহুতির স্থায় বিফল ॥ ২২ ॥

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ ।

ভূতেষু বদ্ধবৈরস্ত' ন মনঃ শান্তিঞ্চচ্ছতি ॥ ২৩ ॥

মানিনঃ অহংকারবতঃ শরীরাদিষু আশ্বদর্শিনঃ, অতএব ভিন্ন-দর্শিনঃ শক্রমিত্রাদিভেদজ্ঞানবতঃ, অতএব পরকায়ের অন্তদেহে মাং দ্বিষতঃ ভূতেষু এব সর্বভূতাত্মনো মম হেব ইতি ভূতেষু প্রাণিষু বদ্ধবৈরস্ত সপ্তাতশক্রতাকস্ত জনস্ত মনঃ শান্তিঃ ন ংচ্ছতি, হৈর্য্যং নোপলভতে ॥ ২৩ ॥

যে ব্যক্তি অভিমানী অর্থাৎ দেহাদিতে যাহার আশ্বজ্ঞান

প্রতিমা পূজার নিমিত্ত কুরা যাইতেছে এরূপ ভাবা উচিত নহে, পরমে-
শ্বর সর্বত্রই আছেন, সর্বদা এই-ভাবে মনে করা কর্তব্য । ঈশ্বর কেবল
প্রতিমাতেই আছেন এরূপ ভাবিলে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করা হয়, তাঁহার
বন্ধন অন্তরূপে পরিণত করা হয় ॥ ২২ ॥

ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, তিনি সর্ববাস্তব, পরের শরীরও তাঁহারই, সুতরাং
পশ্চাদেহে হেব করিলে ঈশ্বরের প্রতি হেব করা হয় ॥ ২৩ ॥

আছে, যে পরকীয় শরীরে আমার দ্বেষ করে, যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীতে শত্রুতা জ্ঞান করে, তাহার মন শান্তিলাভ করিতে পারিবে না ॥ ২৩ ॥

অহ মুচ্চাবচৈ দ্রবৈঃ ক্রিয়য়োঃ পন্নয়াহ নঘে ।

নৈব তুষ্ণেহ চিত্তোহ চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ ॥ ২৪ ॥

ফলিত মাহ, হে অনঘে নিম্পাপে ভূতগ্রামাবমানিনঃ ভূত-গ্রামান্ জীবনিবহান্ অবমুচ্চতে "দ্রেষ্টি" ইতি তথোক্তস্ত জনস্ত উচ্চাবচৈঃ অল্পৈ রধিতৈ বা দ্রবৈঃ 'উৎপন্নয়া ক্রিয়য়া অর্চায়াঃ প্রতিমায়াঃ অর্চিতঃ, পূজিতঃ অহং নৈব তুষ্ণে সন্তুষ্টো ন ভবামি । ২৪ ।

• হে নিম্পাপে ! জীবসকলের প্রতি বিদ্বেষ করে এমন ব্যক্তি কর্তৃক অন্নবিস্তার জব্যাদ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়া দ্বারা প্রতিমাদিতে আমি পূজিত হইয়াও সন্তুষ্ট হই না । জীবের হিংসা করিয়া আমার পূজা করিলে কোন ফল হয় না । ২৪ ।

অর্চাদা বর্চয়ে ভাব দীক্ষরং মাং স্বকর্মকৃৎ ।

যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্বভূতেষু বস্থিতং ॥ ২৫ ॥

প্রতিমা-পূজাবধি মাহ, স্বকর্মকৃৎ তত্ত্ববর্ণিশ্রমোচিতনিভা-

"স্বহৃদপূজা ধমা ধমা" "স্বহৃদেই বহির্যোগাদি অপেক্ষা অন্তর্যোগাদিরই প্রশংসা দেখা যায়, কিন্তু নিরালম্বনে কেবল মানসক্রিয়ার অধিকারী প্রার্থনাই নহে, তাই সাধারণের নিমিত্ত বহিঃপূজাদিরই ল্যবস্থা আছে । অনেকে আপনাকে উচ্চ অধিকারী জ্ঞানে বহিঃপূজাদির প্রতি অনাদর করেন, যদি তাহারা হুংপদ্যে উপাস্তদেবকে স্থাপিত করিতে সমর্থ হয়েন ভালই, নতুবা "ইতো অষ্ট স্বতো নষ্টঃ" তাহাদের কোন দিকেই সুবিধা নহে । ২৫ ।

নৈমিত্তিকাদি অনুষ্ঠান জনঃ স্বয়ং মাং আবং তৎকাল-
পর্যন্তং অর্চাদৌ প্রতিমাদৌ অর্চয়েৎ পূজয়েৎ, যাবৎ সর্বভূতেষু
অবস্থিতং মাং স্বহৃদি স্থাপ্য করণে ন বেদ ন জানাতি হৃদয়ে
এব লাভসম্ভবে কি মন্ত্রানুসঙ্গানেনেতি ভাবঃ । ২৫ ।

নিত্য নৈমিত্তিকাদি বর্ণাশ্রমোচিত স্বকর্মের অনুষ্ঠান করিলে
মানবগণ যে কাল পর্যন্ত সমস্ত জীবে বর্তমান পরমেশ্বর আমাদের
আপনার হৃদয়ে দর্শন করিতে না পারে সেই কাল পর্যন্ত প্রতি-
মাদিতে আমার পূজা করিল থাকে । ২৫ ।

আত্মনশ্চ পরশ্চাপি যঃ করৌত্যন্তরোদরঃ ।

তশ্চ ভিন্নদৃশো মৃত্যু বিদধে ভয়মুদ্ভবঃ ॥ ২৬ ॥

যে মৃত্যু জনঃ আত্মনশ্চ পরশ্চ, পরশ্চাপি ইতরশ্চাপি অন্তরা
মধ্যে উদরং অন্নমপি ভেদং কুরুতে, ভিন্নদৃশঃ স্বপ্নভেদদর্শিনঃ
তশ্চ মৃত্যুঃ সংহর্তা অহং উদ্ভবঃ ভয়ং অত্যন্তং ভয়ং প্রতিভয়ং
বিদধে কেরামি ॥ ২৬ ॥

যে ব্যক্তি নিজ ও অপরের মধ্যে আত্মসামান্যমাত্রও ভেদ
জ্ঞান করে, অর্থাৎ নিজের জায় ঠিক অপরকে দেখিতে পারে না,
মৃত্যু ভিন্নদর্শী সেই ব্যক্তির অত্যন্ত ভয় উৎপন্ন করেন, অর্থাৎ
সেই ব্যক্তি নিজেই নিজের বিনাশের কারণ হয় । ২৬ ॥

অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতান্যনং কৃতালয়ং ।

অর্হয়েদানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥ ২৭ ॥

• অথ অতঃ কারণং ভেদদর্শনে অত্যন্তভয়সম্ভবাং সর্বভূতেষু
সকলপ্রাণিষু কৃতালয়ং কৃতাবাসং ভূতান্যনং ভূতানাং জীবানাং
অজ্ঞানং অন্তর্যামিনং মাং অভিন্নেন চক্ষুষা ভেদজ্ঞানেন

দানমানাভ্যাং কৃত্যদানেন সম্মানেন মৈত্ৰ্যা বহুধেন চ অহিংসেণ
পূজয়েৎ । অধমেষু দানং উত্তমেষু মানঃ, সমেষু চ মৈত্রীতি
বিবেকিঃ প্রাগেব দর্শিতঃ । ২৭ ।

এই নিমিত্ত অর্থাৎ ভেদদর্শনে অত্যন্ত ভয়ের কারণ আছে
'অলিয়া' সমস্ত জীবের অবস্থিত প্রাণী সকলের আত্মস্বরূপ আমাকে,
স্নেহ ও অভেদ জ্ঞানে দান ও মান দ্বারা পূজা করিবে । ২৭ ।

জীবাঃ শ্রেষ্ঠাঃ জীবানাং ততঃ প্রাণভূতঃ শুভে ।

ততঃ সচিন্তাঃ প্রবরা, স্ততশ্চৈন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥ ২৮ ॥

'তত্রাপি' জীবেষু যথোক্তরং মানাত্মাতিশয়ঃ কার্য্য ইতি বক্তুং
তেষু তারতম্যমাহ জীবা ইত্যাদিভিঃ । হে শুভে কল্যাণি !
অজীবানাং অচেতনেভাঃ জীবাঃ চেতনাবন্তঃ শ্রেষ্ঠা হি, ততশ্চেত-
নাবন্তাঃ প্রাণভূতঃ প্রাণবৃত্তিমন্তঃ শ্রেষ্ঠাঃ । ততঃ প্রাণভূতঃ
সচিন্তাঃ জ্ঞানবন্তঃ প্রবরাঃ । ততঃ সচিন্তেভাঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ
ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়ো ব্যাপারাঃ যেষু তে শ্রেষ্ঠাঃ, তাশ্চ বৃত্তয়ঃ
বৃক্ষাদিষপি, যথোক্তং মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে "তস্মাৎ পশুস্তি
পাদপাঃ, তস্মাৎ জিহ্বস্তি পাদপাঃ" ইতি । ২৮ ।

সামান্যভাবে জীবের প্রতি আদর করা কর্তব্য বলা হইয়াছে,
সম্প্রতি যথোক্তর জীবগণের উৎকর্ষ দেখান হইতেছে, উদ্দেশ্য
উৎকৃষ্ট জীবের উৎকৃষ্টভাবে সমাদর করা । কল্যাণি ! অচেতন
অপেক্ষা চেতন শ্রেষ্ঠ, চেতনের মধ্যে প্রাণবৃত্তিযুক্ত (বাহ্যদের

ইন্দ্রিয় বৃত্তি বৃক্ষগণেরও আছে, একথা মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে উক্ত
আছে, "পাদপগণ দেখে, গজের অনুভব করে," ইত্যাদি । ২৮ ।

স্বাস প্রসাস আছে) শ্রেষ্ঠ, তাহার মধ্যে চিত্তযুক্ত শ্রেষ্ঠ, তাহার মধ্যে বাহাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তি আছে তাহারা শ্রেষ্ঠ । ২৮ ।

তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ । .

তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাঃ স্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥ ২৯ ॥

তত্রাপি ইন্দ্রিয়বৃত্তিমৎ স্পর্শবেদিভ্যঃ তত্রোক্তো রসবেদিনঃ মৎস্তাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ, তেভ্যো গন্ধবিদঃ ভ্রমরাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ, তেভ্যঃ শব্দবিদঃ সর্পাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ । ২৯ ।

ইন্দ্রিয়বৃত্তিশালীগণের মধ্যে স্পর্শবেদী তরু হইতে রসবেদী মৎস্ত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ, রস বেদী হইতে গন্ধবেদী ভ্রমরাদি শ্রেষ্ঠ, গন্ধবেদী হইতে শব্দবেদী সর্পাদি শ্রেষ্ঠ । ২৯ ।

রূপভেদবিদ স্তত্র তত শ্চেভ্যো বোদতঃ ।

তেষাং বহুপদঃ শ্রেষ্ঠাঃ চতুর্স্পাদ স্ততো'দ্বিপাৎ ॥ ৩০ ॥

তত্র রূপভেদবিদঃ কাকাদয়ঃ, ততশ্চ উভরতঃ দস্তা যেষাং ত্রে বহুব্রীহৌ দস্তস্ত, দত্রাদেশঃ উত্তরাধর-দস্তযুক্তাঃ, তেষাং বহুপদঃ বহুবঃ পাদা যেষাং ত্রে শরভাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ, ততশ্চতুর্স্পাদঃ গবাদয়ঃ, ততঃ দ্বিপাৎ মনুষ্যঃ বর্ণহীনঃ, উত্তরত্র বর্ণোৎকর্ষো-
ল্লেক্ষ্যৎ । ৩০ ।

গন্ধবেদী হইতে রূপভেদজ কাকাদি শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে উভরদিকে দস্তযুক্ত জীব শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে বহুপদশালী শর-

উত্তর প্রাণে বর্ণযুক্ত মনুষ্যের উল্লেখ আছে বলিয়া এস্থলে বর্ণহীন অতি
শুদ্ধ জাতি মনুষ্য বৃত্তিতে হইবে । ৩০ ।

ভাদি শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে চতুস্পদ গবাদি শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে
দ্বিপদ মনুষ্য (বর্ণহীন) শ্রেষ্ঠ । ৩০ ।

ততো বর্ণাশ্চ চত্বার স্তেবাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ ।

ব্রাহ্মণেষপি বেদজ্ঞো হর্থজ্ঞো হত্যধিক স্ততঃ ॥ ৩১ ॥

ততো বর্ণহীন-মনুষ্যোভাঃ চহারো বর্ণা ব্রাহ্মণকৃত্রিবৈশ্য-
শূদ্রাঃ শ্রেষ্ঠাঃ, তেবাং চতুর্গাং বর্ণানাং মধ্যে ব্রাহ্মণ উত্তমঃ,
ব্রাহ্মণেষপি বেদজ্ঞঃ কেবলং বেদশকজ্ঞাতা, ততঃ বেদশক-
জ্ঞাং অর্থজ্ঞঃ বেদবিষয়বেত্তা অত্যধিকঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৩১ ॥

বর্ণহীন মনুষ্য অপেক্ষা ব্রাহ্মণাদি চাতুবর্ণ্য শ্রেষ্ঠ, চাতুবর্ণ্যের
মধ্যে ব্রাহ্মণ উত্তম, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ (যাঁহারা কেবল বেদের
শব্দ জানেন) শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে বেদের অর্থজ্ঞাতা শ্রেষ্ঠ ॥ ৩১ ॥

অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেভা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্মকৃৎ ।

মুক্তসঙ্গ স্ততো ভূয়ান্ অদোপ্তা ধর্ম মাত্মনঃ ॥ ৩২ ॥

অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেভা সন্দেহনিরাকর্তা মীমাংসকঃ শ্রেষ্ঠঃ,
ততঃ অর্থজ্ঞাৎ স্বধর্মকৃৎ স্ববর্ণাশ্রমোচিতনিত্যনৈমিত্তিকাদি-
কার্যকারী শ্রেষ্ঠঃ, ততঃ মুক্তসঙ্গঃ বিরক্তঃ তত্ত্ব লক্ষণং আত্মনঃ
স্বস্ত ধর্মঃ অদোপ্তা নিকাম ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

অর্থজ্ঞ হইতে সংশয়চ্ছেদকারী (যিনি সিদ্ধান্ত স্থির করিতে
পারেন) শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে বর্ণাশ্রমোচিত স্বকীয় ধর্মের অনু-
ষ্ঠান শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ বিষয় বিরক্ত শ্রেষ্ঠ, এক
বিরক্ত ব্যক্তি নিজের কর্মফল কামনা করেন না অর্থাৎ
নিকাম ॥ ৩২ ॥

তস্মা ন্যয্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ ।

ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংশ্রুতকর্মণঃ ॥

ন পশ্যামি পরং ভূত মকর্তৃঃ সমদর্শনাৎ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাৎ মুক্তসঙ্গঃ ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা ময়ি ঈশ্বরে, অর্পিতা অশেষাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ কর্ম্মাণি অর্থাঃ ফলানি আত্মা দেহে চ যেন সঃ অতএব নিরন্তরঃ অব্যবহিতঃ ন মনাগপি এবম্ভূতস্ত মম চ ব্যবধানমুত্তি, আত্মা ন মম, অহং তত্ত্বেন । উৎকর্ষ-কাষ্ঠামাহ ময্যর্পিতাত্মনঃ ময়ি অর্পিতঃ দত্তঃ আত্মা দেহঃ যেন তস্মাৎ, ময়ি সংশ্রুতকর্ম্মণঃ ফলশ্রাপুপ্পাক্ষণং দত্তকর্ম্মফলাদি-তার্থঃ, অকর্তৃঃ কর্তৃহাতিমানরহিতাৎ সমদর্শনাৎ অভেদদৃষ্টেঃ পুংসঃ দিব্যাৎ জনাৎ পরং শ্রেষ্ঠং ভূতং প্রাণিনং ন পশ্যামি ॥ ৩৩ ॥

মুক্তসঙ্গ হইতে যে ব্যক্তি আমাতে সমস্ত ক্রিয়া, ফল ও দেহাদির অর্পণ করিয়াছেন, আমার সহিত বাঁহার অন্তভেদও নাই, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ । যে ব্যক্তি আমাতে দেহাদির ও কর্ম্মের সংশ্রাস করিয়াছে, কর্তৃহাতিমানরহিত সমদর্শী সেই ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ কেমন জীবকে দেখা যায় না ॥ ৩৩ ॥

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ বহু মানয়ন্ ১ .

ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ ৩৪ ॥

উপদেশসারমাহ, ভগবান্ ঈশ্বরঃ জীবকলয়া জীবানাং কলয়া পরিকলনেন অন্তর্যামিতয়া প্রবিষ্টঃ অন্তঃস্থিত ইতি হেতোঃ এতানি পরিদৃশ্যমানানি ভূতানি মনসা ভক্তিরসগ্নুতেন চেতসা বহু মানয়ন্ প্রণমেৎ ॥ ৩৪ ॥

ভগবান্ পরমেশ্বর জীবরূপ অংশে প্রবেশ করিয়াছেন জানিয়া
অত্যন্ত সমাদরে সমস্ত প্রাণীকে প্রণাম করিবে ॥ ৩৪ ॥

ভক্তিব্যোগশ্চ যোগশ্চ ময়া মানব্যাদীরিতঃ !

যয়ো রেকতরৈর্নৈব পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ ॥ ৩৫ ॥

‘হে মানবি ! মনো রপত্যঃ স্ত্রী তস্তাঃ সম্বোধনং সৰ্ব্বজ্ঞস্ত মনো
রপত্যত্বকথনেন দেবহুতে: উত্তমাদিকারিত্বং স্মৃতিতং, ময়া ভক্তি-
যোগঃ ভক্তিরূপো যোগঃ, যোগশ্চ অষ্টাঙ্গযোগশ্চ উদীরিতঃ বর্ণিতঃ
পুরুষঃ যয়ো রেকতরৈর্নৈব অন্ততরৈর্নৈব ভক্তিব্যোগেন অষ্টাঙ্গ-
যোগেন বা, পুরুষং পরমেশ্বরং ব্রজেৎ প্রাপুয়াৎ মুচ্যেত
ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

‘হে মানবি ! আমি ভক্তিব্যোগ ও অষ্টাঙ্গ যোগ বলিলাম,
মানবগণ উহার কোন একটী দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে
পারেন ॥ ৩৫ ॥

এতদ্ভগবতো রূপং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।

পরং প্রধানপুরুষং দৈবং কৰ্ম্মবিচেষ্টিতং ।

রূপভেদাম্পদং দিব্যং কাল ইত্যভিধীয়তে ॥ ৩৬ ॥

যদন্তং পৃষ্ঠং জীবন্ত সংসৃতীঃ কালস্ত স্বরূপঞ্চ আচক্ষুতি তদাহ
এতদিত্যাদিসাক্ষেন ভগবতঃ ব্রহ্মণঃ বিষ্ণোঃ সৰ্ব্বব্যাপিনঃ পর-
মাত্মনঃ পরমেশ্বরস্ত এতৎ রূপং, কিং তদিত্যত্রাহ প্রধানপুরুষং
প্রকৃতিপুরুষাভ্যকং পরং তদ্ব্যতিরিক্তঞ্চ মহাদাদি, এতদেব দৈব-
মিত্যভিধীয়তে, কৌদৃশং ? কৰ্ম্ম-বিচেষ্টিতং কৰ্ম্মণো বিচেষ্টিতং
নানাসংসৃতিলক্ষণং বস্মাং তং দৈবপ্রেরিতকৰ্ম্মকৃতাঃ সংসৃতয়ো

বিচিত্রা ইত্যর্থঃ, এতদেব ভগবতো রূপং কাল ইত্যভিধীয়তে,
কৌদৃশং ? রূপভেদাস্পাদং • রূপভেদস্ত বস্তুনা মন্ত্ৰণাত্মক আশ্রয়ং
আশ্রয়ঃ কারণং দিব্যং অদ্ভুতপ্রভাবম্ ॥ ৩৬ ॥

পূর্বে জীৱের সংসার ও কালের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করা
হইয়াছিল, সাক্ষীশ্লোক দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন । 'ভগবান্'
বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের এইটী রূপ অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন,
তাহার বর্ণনা করা যাইতেছে; প্রধান, শূকষ ও মহাদাদি এই
সমস্তকে দৈব বলা যায়, • দৈবপ্রেরিত হইয়াই নানাবিধ কৰ্ম্ম-
জন্ত সংসৃতি অর্থাৎ স্বর্গনরকাদিত গমন হয়, ভগবানের এই
রূপকেই কাল বলা যায়, উহা বস্তু স্বকল্পের পরিণামের (রূপ-
ভেদের) কারণ, এবং উহা দিব্য অর্থাৎ অদ্ভুত প্রভাব । ৩৬ ।

ভূতানাং মহাদাদীনাং যতো ভিন্নদৃশাং ভয়ং ।

যোহন্তঃ প্রবিষ্ট ভূতানি ভূতৈরত্যখিলাশ্রয়ঃ ।

সবিস্মৃতাথোহধিয়জ্জোহসৌ কালঃ কলীয়তাং প্রভুঃ ॥ ৩৭ ॥

যতঃ স্মৃতাং ভিন্নদৃশাং ভেদদর্শনাং মহাদাদীনাং তত্তদভি-
মানীনাং ভূতানাং প্রাণীনাং ভয়ং ভবতীতি শেবঃ, অখিলাশ্রয়ঃ
জগন্নিবাসঃ যঃ অন্তঃ প্রবিষ্ট অস্তুর্যামিতয়া অবস্থায় ভূতৈঃ ভূতানি
অতি বিনাশয়তি, কলয়তাং সংহর্ষণাং প্রভুঃ নেতা বিস্মৃতাথ্যঃ
বিস্মৃতিত্যাখ্যা • সংজ্ঞা যন্ত সঃ অসৌ, অধিবক্তাঃ বক্তৃফলদাতা কাল
ইত্যভিধীয়তে ইত্যর্থঃ । ৩৭ ।

ভেদদর্শী মহাদাদির অভিমানী জীবগণের বাহা হইতে ভয়,
হয়, সমস্তের আশ্রয় স্বরূপ যে কালরূপী ঈশ্বর অস্তুর্যামীরূপে
হৃদয়ে অবস্থান করিয়া একবিধ জীবদ্বারা অল্পবিধ জীবের বিনাশ

নাধন করেন, মহর্ভাগবতেরও প্রভু বিষ্ণু নামক যজ্ঞফলদাতা
সেই পুরুষ কাল নামে কথিত হইয়া থাকেন । ৩৭ ।

ন চুশ্চি কশ্চিদদয়িতো ন দ্বেষো ন চ বান্ধবঃ ।

আবিশত্যপ্রমত্তোহসৌ প্রমত্তজনমন্তকৃৎ ॥ ৩৮ ॥

অশু বিক্ষোঃ কশ্চিৎ দয়িতঃ প্রিয়ঃ ন চ, তথা কশ্চিৎ
দেহ্যঃ দ্বেষবিষয়ঃ ন, তথা কশ্চিৎ বান্ধবঃ মিত্রং চ ন । অপ্রমত্তঃ
সদা জাগরকঃ অন্তকৃৎ বিনাধকঃ অসৌ প্রমত্তজনং আবিশতি
বিনাশয়তি অধর্মপরায়ণান্ শাস্ত্রীতার্থঃ । ৩৮ ।

এই বিষ্ণুর কেহ প্রিয়, দেহ্য বা বন্ধু নহে, অন্তকারী
ভগবান্ সর্বদা জাগরক থাকিয়া প্রমত্ত অর্থাৎ অধর্মশীল গণের
শাসন করেন । ৩৮ ।

যদুয়াহ্বাতি ধাতোহয়ং সূর্য্যাস্তপতি যদুয়াৎ ।

যদুয়াবর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদুয়াৎ ॥ ৩৯ ॥

অয়ং বাতঃ পবনঃ যদুয়াৎ বাতি এবহতি, যদুয়াৎ সূর্য্যাস্তপতি,
দেব ইন্দ্রঃ যদুয়াৎ বর্ষতে বৃষ্টিং জনয়তি, যদুয়াৎ ভগণঃ নক্ষত্র-
সমূহঃ ভাতি প্রকাশতে । ৩৯ ।

যাঁহার ভয়ে বায়ু সর্বদা প্রবাহিত হয়েন, সূর্য্য দেব যাঁহার
ভয়ে তাপ প্রদান করেন, ইন্দ্রদেব যাঁহার ভয়ে বর্ষণ করেন,
নক্ষত্রগণ যাঁহার ভয়ে (যথা নিয়মে) প্রকাশিত হয়েন । ৩৯ ।

য দ্বনস্পাতয়ো ভীর্তা লতা শ্চৌষধিভিঃ সহ ।

স্বৈ স্বৈ কালেহভিগৃহন্তি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥ ৪০ ॥

বনস্পত্যয়ো বৃক্ষাঃ ঔষধিভিঃ ফলপাকাটন্তঃ ধাত্বাদিভিঃ সহ,

নতাশ্চ বদ যস্মাদ্ভীতাঃ স্বে স্বে কালে যথর্ভু পুষ্পানি চ ফলানি
চ অভিগৃহ্ণন্তি প্রসুবতে । ৪০ ।

বৃক্ষ, লতা ও ওষধি (ফল পাকিলে বাহার্য্য বিনষ্ট হয়)
ইহার্য্য যাঁহার ভয়ে স্বশ্চ কালে (যথা ঋতুতে) পুষ্প ও ফল
প্রসব করে ॥ ৪০ ॥

অবন্তি সরিতো ভীতা নোৎসর্পত্যদধি যতঃ ।

অগ্নিরিক্কে স গিরিভির্ভূন মজ্জতি যদুয়াৎ ॥ ৪১ ॥

যতঃ ভীতাঃ সরিতে নৃণাঃ অবন্তি শূন্যস্তে, উদধিঃ সমুদ্রো
যতো ভীতঃ নোৎসর্পতি বেলামতিক্রম্য ন গচ্ছতি, গঃ অগ্নিরিক্কে
ভীতঃ ইক্কে জলতি, গিরিভিঃ পর্কতৈঃ সহ ভূঃ পৃথ্বী ন মজ্জতি
ন মগ্না ভবতি জলে ইতি শেষঃ ॥ ৪১ ॥

• যাঁহার ভয়ে নদী সকল প্রবাহিত হয়, সমুদ্র যাঁহার ভয়ে তীর
অতিক্রম করিয়া দেশ প্রাবিত করে না, যাঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ-
লিত হয়, এবং পর্কতগণের সহিত পৃথিবী যাঁহার ভয়ে জলে
মগ্ন হয় না ॥ ৪১ ॥

অদো দদাতি স্বসতাং পদং যন্নিয়মা ন্নভঃ ।

লোকং স্বদেহং তনুতে মহান্ সপ্তভি রাবৃতং ॥ ৪২ ॥

অদঃ নভঃ আকাশঃ যন্নিয়মাৎ যচ্ছাসনাৎ স্বসতাং প্রাণিনাং
পদং বিহারমার্গং দদাতি । মহান্ মহত্ত্বঃ যন্নিয়মাৎ সপ্তভি-
র্ভূরাদিভি রাবৃতং স্বদেহং স্বশরীরং লোকং তনুতে ভূরাদিসপ্ত-
লোকেষ্টেন বিস্তারয়তি । ৪২ ।

কার্য্যকপের প্রকাশ হইলে কারণ রূপটি যেন আবৃত হইয়া যায়, সুতিকা
হুইতে ঘটাদি উৎপন্ন হইলে তখন ঘটাদি নামেই ব্যবহার হয়, কেবল

যাঁহার শাসনে আকাশ প্রাণিগণের অবকাশ প্রদান করে, মহত্ত্ব (তদভিমানী দেব) যাঁহার ভয়ে আপনার দেহকে ভূরাদি সপ্তলোক রূপে পরিণত করে । ৪২ ।

গুণাভিমানিনো দেবাঃ সর্গাদিষু যন্তুয়াৎ ।

বর্তন্তেহ্নুযুগং যেমাং বশ এতচ্চরাচরং ॥ ৪৩ ॥

গুণাভিমানিনঃ গুণেষু রজ আদিষু অভিমানিনঃ অভেদ-
জ্ঞানবন্তঃ গুণনিয়ন্তারো দেবঃ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ যন্তুয়াৎ অন্মযুগং
প্রতিযুগং অশ্র জগতঃ সর্গাদিষু সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়েষু বর্তন্তে
সৃষ্টাদিকং কুর্যন্তি, যেষাং বশে এতচ্চরাচরং স্থাবরজঙ্গমাশ্রকং
জগৎ বর্ততে ইতি ব্রুংখিঃ । ৪৩ ।

এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাদের অধীনে আছে, রজ আদি
গুণাভিমानी কৃষ্ণই দেবগণ, ব্রহ্মাদিও যাঁহার ভয়ে প্রতিযুগে
জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে নিযুক্ত হইবেন । ৪৩ ।

সোহনন্তোহন্তকরঃ কালোহ্নাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ ।

জনং জনেন জনয়ন্ মারয়ন্মৃত্যুনাস্তকং ॥ ৪৪ ॥

জনেন পিত্রাদিশা জনং পুত্রাদিকং জনয়ন্ স আদিকৃৎ, স্বয়ঞ্চ
অনাদিঃ, তথা মৃত্যুনা অন্তকং সর্বসংহর্তারং যমমপি মারয়ন্
বিনাশয়ন্ সঃ অন্তকরঃ অন্তকৃৎ, স্বয়ঞ্চ - অনন্তঃ ন বিত্ততে অস্তো

মৃতিকা বলে না । ভূরাদি সপ্তলোক রূপে মহত্ত্বের পরিণাম হইলে তখন
সেই ভূরাদি নামেই ব্যবহার হয়, মহত্ত্বের স্বরূপ যেন ঢাকা পড়ে, তাই
বলা হইয়াছে “সপ্তভিরাত্তং” । সপ্ত শব্দে কেবল ভূরাদি সপ্তলোক নহে,
অন্তর বিহঙ্গাদি সপ্ত পাতাল অর্থাৎ চতুর্দশ ‘ভূনাম্নক-ব্রহ্মাণ্ড বৃক্ষিত্তে
হইবে । ৪২ ।

বিনাশো যশ্চ, অব্যয়ঃ নব্যেতি বিবিধরূপমেতীতি সদা একরূপঃ স
ঈশ্বরঃ কাল ইত্যভিধীয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে কাপিল-ভক্তিব্যোগঃ ।*

• হরিঃ ওম্ ।

পিত্রাদি জনের দ্বারা পুত্রাদিকে জন্মাইয়া সেই ঈশ্বর আদি-
কৃত অর্থাৎ উৎপাদক হইবে, তাঁহার আদি নাই, মৃত্যু দ্বারা সর্ব
সংহর্তা যমকেও বিনষ্ট করাইয়া তিনি অন্তঃকারী হইবেন, তিনি
স্বয়ং অনন্ত অর্থাৎ অবিনাশী । সেই ঈশ্বর অব্যয় অর্থাৎ বিবিধ
রূপ ধারণ করেন না, তাঁহার বিকার নাই, সর্বদা একরূপ ।
উক্তবিধ ঈশ্বরকেই কাল বলা যাইয়া থাকে ॥ ৪৪

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে কাপিল ভক্তিব্যোগ সমাপ্ত ।

শিবম্ ।

দেবীভাগবতে

দেবীগীতায়ঃ

ভক্তিযোগঃ।

হিমালয় উবাচ ।

স্বীয়াং ভক্তিং বদস্বাম্ব ! যেন জ্ঞানং স্মৃথেন হি ।

জায়েত মনুজস্যাস্ত্র মধ্যমস্ত্রাবিরাগিনঃ ॥ ১ ॥

• প্রণম্য পরমেশানীং শ্রীপূর্ণচন্দ্রশর্মণা ।

স্বরূপং ভক্তিযোগস্ত বর্ণ্যতে ভাবশুদ্ধয়ে ॥

অম্ব হে মাতঃ ! যেন উপায়ভূতেন অবিরাগিনঃ পরবৈরাগ্য-
রহিতস্ত মধ্যমস্ত্র মধ্যমাবিরাগিনঃ অস্ত্র মনুজস্ত্র স্মৃথেন অনা-
য়াসেন জ্ঞানং পরমাত্মসাক্ষাৎকারো জায়েত, তাং স্বীয়াং স্ববিষয়াং
ভক্তিং অনুরক্তিং বদস্ব বর্ণয় ॥ ১ ॥

মা ! যে উপায়ের দ্বারা অল্প বৈরাগ্যযুক্ত মধ্যম অবিকারী

* বৈরাগ্য দুই প্রকার, পর বৈরাগ্য ও অপার বৈরাগ্য, ভূহিক পার-
লৌকিক বিষয়ে দোষ দর্শনে তাহাতে আসক্তি রহিত হওয়ারকে অপার বৈরাগ্য
বলে, পুরুষের দর্শন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইলে জগৎজন্মেও বিরক্তিকে পর
বৈরাগ্য বলে ॥ ১ ॥

মানবের সুখে আত্মজ্ঞান জন্মে স্বকীয় সেই ভক্তি অর্থাৎ বৈরাগ্য
ভক্তিসহকারে তোমাকে পাওয়া যায়, তাহা প্রকাশ করিয়া
বর্ণন কর ॥ ১ ॥

দেবুবাচ ।

মার্গাদ্বয়ো মে বিখ্যাতা মোক্ষপ্রাপ্তৌ নগাধিপ ।

কর্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ সত্তম ॥ ২ ॥

হে সত্তম সাধুপ্রবর, নগাধিপ পরমরাজ ! মোক্ষপ্রাপ্তৌ
মুক্তিলাভে মে মম ত্রয়ো মায়াঃ পন্থানঃ উপায়া ইত্যর্থঃ বিখ্যাতাঃ
প্রসিদ্ধাঃ, কে তে ত্রয় ? ইত্যত্রাহ কর্মযোগঃ, জ্ঞানযোগঃ ভক্তি-
যোগঃ (উপাসনা) চেতি । তত্র জ্ঞানযোগঃ সাক্ষান্মোক্ষসাধনং
ইতরৌ তু জ্ঞানদ্বারেতি বিবেকঃ ॥ ২ ॥

হে সাধুশ্রেষ্ঠ পরমরাজ ! মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে আমার তিনটি
উপায় আছে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ॥ ২ ॥

ত্রয়াণামপ্যয়ং যোগ্যঃ কৰ্ত্তুং শক্যোহস্তি সৰ্ব্বদা ।

শূলভঙ্গা ন্মানসংহাৎ কাষচিভ্রাদপীড়নাং ॥ ৩ ॥

ত্রয়াণামপি পূর্বোক্তানাং মার্গাণাং মধ্যে অয়ং ভক্তিযোগঃ
শূলভঙ্গাৎ অস্ত্রাপেক্ষয়া অনায়াসসাধ্যত্বাৎ, মানসহাৎ মনো-
মাত্রানুষ্ঠেয়ত্বাৎ, কাষচিভ্রাদপীড়নাৎ শরীরব্যাপারং চিত্তোদ্বেষণং
আদিপদাৎ বিত্তব্যয়ক্লান্তুরেণ সম্পাদ্যত্বাৎ সর্বদা কৰ্ত্তুং যোগ্যঃ

* সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞানযোগই মোক্ষের কারণ ; কর্ম ও ভক্তি যোগ জ্ঞান
জন্মাইয়া তদ্বারা মোক্ষের কারণ হয় ॥ ২ ॥

শকাঃ অস্তি ভবতি । ভক্তিব্যোগস্ত মানসত্বেহপি ন তত্র চিত্তপীড়নং,
অপিতু স্তম্ভসম্ভতি রিত্যত্র ভক্তজনানুভব এব প্রশংসাম্ ॥ ৩ ॥

এই তিনটির মধ্যে ভক্তিব্যোগই সর্বদা অনুষ্ঠানের যোগ্য,
কারণ উহা কেবল মানস সাধ্য, উহাতে শরীর, চিত্ত বা ধনাদির
পীড়ন নাই, ভক্তিব্যোগে শারীরিক ক্লেশ বা ধনব্যয় হয় না ॥ ৩ ॥

গুণভেদান্মনুষ্যাণাং সা ভক্তি ত্রিবিধা ভতা ॥ ৪ ॥

সা পূর্বোক্তা ভক্তিঃ মনুষ্যাণাং গুণভেদাৎ গুণানাং সত্ত্বরজ-
স্তমসাং ভেদাৎ পার্থক্যাৎ ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

মনুষ্যাগণের গুণভেদে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের
পার্থক্যে উক্ত ভক্তি তিন প্রকার হইয়া থাকে, সাত্বিকী, রাজসী
ও তামসী ॥ ৪ ॥

পর-পীড়াং সমুদ্दिश्य दन्तुं कृत्वा पुरःसरं ।

মাৎসর্যাক্রোধযুক্তো য স্তম্ভ ভক্তিস্ত তামসী ॥ ৫ ॥

মাৎসর্যাক্রোধযুক্তঃ ঘেষরৌষসহিতো স্তো জনঃ পরপীড়াং
সমুদ্दिश्य অন্তবিনাশার্থং দন্তুং কৃৎবা পুরঃসরং শঠতা পূর্বকং মাৎ
ভজতে ইতি শেষঃ, তস্ত ভক্তিঃ তামসী তমোগুণোদ্ভবা
বিজ্ঞেয়েত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ঘেষ ও ক্রোধযুক্ত যে ব্যক্তি অপরের ক্ষতির উদ্দেশ্যে ছলনা
পূর্বক আমার ভজন করে, তাহার ভক্তিকে তামসী ভক্তি
বলা যায় ॥ ৫ ॥

* মা । শত্রু বিনাশ কর, তোমার পূজা দিব, ইত্যাদি কাহিনীর অনেকে
পূজা করে, ইহা অতি নীচ হৃদয়ের কার্য্য, তাই নিকৃষ্ট গুণ তমের কার্য্য বলা
হইয়াছে ॥ ৫ ॥

পরপীড়াদিরহিতঃ স্বকল্যাণার্থ মেব চ ।

‘নিত্যং সকামো হৃদয়ে যশোহর্থী, ভোগলোলুপঃ ॥

তত্ত্বৎফলসমাবাপ্ত্য মামুপাস্তেহতিভক্তিতঃ ।

ভেদবুদ্ধ্যা তু মাং স্বস্মা দন্ত্যাং জানাতি, পামরঃ ।

তস্য ভক্তিঃ সমাখ্যাতা নগাধিপ তু রাজসী ॥ ৬ ॥

রাজসীং ভক্তিমাং পরপীড়ৈতি হে নগাধিপ! পর্বতরাজ !
যো জনঃ পরপীড়াদিরহিতঃ, পরানিষ্টবর্জিতঃ হৃদয়ে সকামঃ
অমুখাগী, যুশোহর্থী, কীর্তিকামী, ভোগলোলুপঃ বিষয়রতঃ,
তত্ত্বৎফলসমাবাপ্ত্য, অন্তীষ্টলাভায়, অতি-ভক্তিতঃ একান্ত-
ভক্ত্যা নিত্যং প্রতিদিনং মাং উপাস্তে সেবতে । কিঞ্চ ভেদ-
বুদ্ধ্যা পার্থক্যমাত্মনাং মাং সূক্ষ্মাশ্রিত্যং পরমাত্মরূপিণীং স্বস্মাৎ
নিজা দন্ত্যাং ভিন্নাং জানাতি, যতঃ পামরঃ মূঢ়ঃ, তস্য ভক্তিঃ
রাজসী রজোগুণবিশুদ্ধা, সমাখ্যাতা কথিতা, তত্ত্বজৈরিতি
শেষঃ ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি পরের অনিষ্টকামনা করেন না, নিজের বিষয়
ভোগে আসক্ত, বাহার হৃদয় কামনা পূর্ণ, যে, যশের প্রার্থনা
করেন, এইরূপ ব্যক্তি প্রতিদিন নিজের মঙ্গল কামনায় সেই সেই
কলের প্রাপ্তির আশায় অতিভক্তি সহকারে আমার ভজনা
করে, ঐ পামর অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তির জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদ
জ্ঞান থাকায় আমাকে নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানেন,
হে পর্বত-রাজ ! উক্ত ব্যক্তির ভক্তিকে রাজসী বলিয়া
জানিবে ॥ ৬ ॥

পরমেশার্পণং কৰ্ম্ম পাপসংকালনায চ ।

বেদোক্তত্বাৎ দবশ্চাৎ তৎ কৰ্ত্তব্যস্ত ময়ানিশং ॥

ইতিনিশ্চিতবুদ্ধিস্ত ভেদবুদ্ধি মুপাশ্রিতঃ ।

করোতি প্রীত্যে কৰ্ম্ম ভক্তিঃ সা নগ সাঙ্গিকী ॥৭॥

সাহিকী মাহ পরমেশেতি, পাপসংকালনাং চিত্তশুদ্ধয়ে, বেদোক্তত্বাৎ প্রতিবিহিতত্বাৎ, পরমেশার্পণং ঈশ্বরাৰ্পিতং কৰ্ম্ম নিত্যনৈমিত্তিকাদিকং ময়া অনিশং প্রতিদিনং কৰ্ত্তব্যং ইতি নিশ্চিতবুদ্ধিঃ স্থিরসংকল্পঃ, ভেদবুদ্ধি মুপাশ্রিতঃ জীবেশ্বরভেদ-জ্ঞানবান্ যো জনঃ প্রীত্যে মৎসন্তোষায় কৰ্ম্ম বর্ণাশ্রমোচ্চিৎ করোতি, হে নগ ! তস্য সা ভক্তিঃ সাঙ্গিকী সঙ্গগুণোক্তবা ॥ ৭ ॥

চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত পরমেশ্বরে অৰ্পিত কৰ্ম্ম বেদে উক্ত আছে, অতএব উহা আমার সৰ্ব্বদা কৰ্ত্তব্য এইরূপ বিশ্বস্তর করিয়া উপাস্ত উপাসকের ভেদ জ্ঞান পূৰ্ব্বক যে ব্যক্তি আমার প্রীতির নিমিত্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহার ভক্তিকে সাঙ্গিকী বলে ॥৭॥

পরভক্তেঃ প্রাপিকেষু ভেদবুদ্ধ্যবলম্বনাৎ ।

পূৰ্ব্বপ্রোক্তে হ্যুভে ভক্তী ন পর-প্রাপিকে মতে ॥৮॥

ইয়ং সাঙ্গিকী ভক্তিঃ পরভক্তেঃ “সা পরাত্মরক্তি, বীষরে” ইতি লক্ষিতায়াঃ প্রাপিকা সাধিকা, তত্ ইয়মেব পরভক্তিঃ, যতঃ ভেদবুদ্ধ্যবলম্বনাৎ উপাস্তোপাসকভেদজ্ঞানাপ্রযাৎ জাতা,

* তামস ভক্তিতে পরের অনিষ্ট চিন্তা আছে, রাজসে নিজের ঐশ্বর্যাদির কামনা আছে, সাঙ্গিকে স্বার্থ কিছুই নাই, কল-নিরপেক্ষ হইয়া কেবল কতখা বোধে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান ॥ ৭ ॥

সত্যেব তু তয়ো রভেদজ্ঞানে পরপ্রেমাস্পদীভূতস্ত আত্মনো-
হভিন্নতয়া উপার্জেহপি তথা প্রেমরূপা পরভক্তি জায়তে ইতি ।
পূৰ্ব্বপোক্তে প্রাপ্তোক্তে উভে ভক্তৌ তামসী রাজসী চ হি ন পর-
প্রাণিকৈ পরভক্তিসাধিকৈ মতে অভিপ্রেতে ॥ ৮ ॥

এই সাত্বিকী ভক্তি পরভক্তির সাধিকা স্বার্থাৎ উক্তরূপ
সাত্বিক ভক্তির অধুষ্ঠান করিতে করিতে পরভক্তির উদয় হয় ।
এই সাত্বিকী ভক্তিই পরভক্তি নহে, কারণ ইহাতে উপাস্ত
উপাসকের ভেদজ্ঞান থাকে (পরভক্তিতে ভেদ জ্ঞান থাকে না) ।
পূৰ্ব্বোক্ত তামস ও রাজস ভক্তি দুইটা পুর ভক্তির উপায় নহে ॥ ৮ ॥

অধুনা পরভক্তিস্ত প্রোচ্যমানাং নিবোধ মে ।

মদগুণশ্রবণং নিত্যং মম নামানুকীৰ্ত্তনং ॥ ৯ ॥

অধুনা সীম্ভতি প্রোচ্যমানাং বর্ণ্যমানাং মে পরভক্তিঃ
নিবোধ অবগচ্ছ শৃণু ইতি শেষঃ । নিত্যং সৰ্বদা মদগুণশ্রবণং
মম কল্যাণগুণানাং শ্রবণং, মম নামানুকীৰ্ত্তনং মন্থামোচ্চার-
ণম্ ॥ ৯ ॥

পরভক্তি কি ? তাহা সম্প্রতি বলা যাইবেছে, শ্রবণ কর,
সৰ্বদা আমার গুণ শ্রবণ ও আমার নামকীৰ্ত্তন করা ॥ ৯ ॥

কল্যাণ-গুণ-রত্নানা মাকরায়াং ময়ি স্থিরং ।

চেতসো বৰ্ত্তনং চৈব তৈলধারাসমং সদা ॥ ১০ ॥

কল্যাণগুণরত্নানাং মঙ্গলরূপাণাং গুণশ্রেষ্ঠানাং সত্যসংকল্প-
তাদীনাং অাকরায়াং খনৌ আধারায়ুঃ ময়ি তৈলধারাসমং
তৈলপ্রবাহতুল্যং অবিচ্ছেদেনেত্যর্থঃ সদা স্থিরং নিশ্চয়ং যথা,

তথা চেতসো বর্জনং বৃত্তিশ্চেতি, বিষয়াস্তররাহিত্যেন ময্যেব
চিত্তবৃত্তি রিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

মঙ্গলময় গুণ সকলের আশ্রয় আমাতে তৈলধারার^১ তায়
অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্থির রূপে সর্বদা চিত্তের অবস্থান, অর্থাৎ ধ্যান
করা ॥ ১০ ॥

হেতুস্ত তত্র কো বাপি ন কদাচি দ্বেদপি ।

সামীপ্যসান্ধি^২ সাযুজ্যসালোক্যানাং^৩ নচেষণা ॥ ১১ ॥

তত্র পূর্বোক্তধ্যানে^৪ কদাচিদপি কোহপি বা হেতুঃ কারণং
ফলাভিসন্ধি ন ভবতি, কেবলং মৎপ্রীত্যর্থং^৫ পরশীলুরাগেণৈব
মচ্ছিন্তনম্ । সামীপ্য-সান্ধি-সাযুজ্য-সালোক্যানাং সামীপ্যস্ত
উপাস্ত-সমীপেহবস্থানস্ত, সান্ধিঃ তত্ত্বলাবিভূতেঃ, সাযুজ্যস্ত
তচ্ছরীরে যোগস্ত সহাবস্থানস্ত, সীলোক্যস্ত তল্লোকবসতেশ্চ
ঈষণা কামনা ন চ নাস্তি ॥ ১১ ॥

পূর্বোক্ত ধ্যানে কোন রূপ হেতু অর্থাৎ ফল কামনা থাকে
না, উহাতে সামীপ্যাদি লাভের কোন চেষ্টা থাকে না । উপাস্ত-
সমীপে অবস্থানকে সামীপ্য বলে, উপাস্তের বিভূতির তায়
বিভূতিলাভকে সান্ধি বলে, উপাস্তের শরীরে অবস্থানকে
সাযুজ্য বলে, উপাস্ত লোকে (বৈকুণ্ঠাদিতে) বসতির নাম
সালোক্য ॥ ১১ ॥

মৎসেবাতোহধিকং কিঞ্চিমৈধ জানাতি কহিচিৎ ।

সেব্যসেবকৃতভার্য্য তত্র মোক্ষং ন বাঞ্ছতি ॥ ১২ ॥

মৎসেবাতঃ মন্থপাসনাতঃ অধিকং পরং কিঞ্চিৎ কহিচিৎ

কদাচিৎ নৈব জানাতি মন্ততে । তত্র সেবায়াং সেবা-সেবকতা-
ভাবাং সেবা-সেবক-ভাবং বিহার (স্বাপ্নোপে পঞ্চমী) মোক্ষ-
মুক্তিঃ^১ ন বাহুতি ন যাচতে ॥ ১২ ॥

আমার সেবা অপেক্ষা কিছুই উৎকৃষ্ট বোধ করে না । সেবা
সেবক ভাব পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিরও ইচ্ছা করে না ॥ ১২ ॥

পরানুরক্ত্যা মামেব চিন্তয়েদ্ যো হতদ্রিতঃ ।

স্বাভেদেনৈব মাং নিক্যং জানাতি ন বিভেদতঃ ॥ ১৩ ॥

যো হি ভক্তঃ অতদ্রিতঃ অগ্রমন্তঃ^২ পান পরানুরক্ত্যা পরমামু-
রাগেণ মাম্বেব পরমাত্মরূপিণীং চিন্তয়েৎ তাবয়েৎ, মাং স্বাভেদে-
নৈব স্বস্মা দভিন্নতয়া অহমেব সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতাস্মীতি
জানাতি, ন বিভেদতঃ স্বস্মা ভিন্নতয়া ন জানাতীত্যর্থঃ, অভেদ-
দার্ঢ্যায় ভক্ত্যন্তরেণ উক্তিঃ ॥ ১৩ ॥

যে ব্যক্তি অগ্রমন্তভাবে প্রতিদিন পরম অমুরাগে নিজের
অভিন্নরূপে আমার চিন্তা করে, নিজ হইতে আমাকে ভিন্ন
বলিয়া জানে না ॥ ১৩ ॥

* সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মভাব হইলে স্বয়ংই আনন্দ স্বরূপ হয়, আনন্দের
অনুভব হয় না, উপাসনা অবস্থায় যে অপার আনন্দেরস অনুভূত হইতেছিল,
নির্লীণ মুক্তি হইলে তাহা হইবে না এই আশঙ্কা ভক্তগ, চিরকাল উপাসক
রূপেই অবস্থান করিতে চাহেন। কোন গুরু প্রবরের উক্তিঃ “চিনি হ’তে
চাইনে মো, মা চিনি খেতে ভাল বাসি” ॥ ১২ ॥

অভেদজ্ঞান সন্মুখা কর্তব্য ইহা দেখাইবার নিমিত্ত “নিজের অভেদরূপে
জানা” ও “নিজ হইতে ভিন্নরূপে না জানা” এইরূপ স্বয়ং ব্যতিরেক উভয়
ভাবে বলা হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

মদ্রূপত্বেন জীবানাং চিন্তনং কুরুতে তু যঃ ।

যথা স্বস্ত্যত্মনি শ্রীতি স্তথৈব চ পরাত্মনি ॥ ১৪ ॥

যো ভক্তঃ মদ্রূপত্বেন যুদাশ্রয়তয়া মদঙ্গতয়া ইত্যর্থঃ, জীবাশাং
প্রাণিনাং চিন্তনং ভাবনাং কুরুতে প্রতিজীবঃ ঈশ্বরবুদ্ধ্যা
স্বভাবয়েদিত্যর্থঃ । স্বস্ত্যত্মনি স্বস্মিন্ যথা শ্রীতি রহস্যাগঃ তথৈব চ
তদ্বদেব পরাত্মনি পরস্মিন্নপি শ্রীতি রিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি সকল জীবগণকে আমার স্বরূপ বলিয়া চিন্তা করে,
যেমন স্বকীয় আত্মায় শ্রীতি থাকে তদ্রূপ পরের আত্মাতেও
শ্রীতি থাকে ॥ ১৪ ॥

চৈতন্যস্য সমানত্বান ভেদং কুরুতে তু যঃ ।

সর্বত্র বর্তমানাং মাং সর্বরূপাঞ্চ সর্বদা ॥

নমতে যজতে চৈবা প্যাচাণ্ডালান্ত মীশ্বর ।

ন কুত্রাপি দ্রোহবুদ্ধিঃ কুরুতে ভেদবর্জনাং ॥ ১৫ ॥

হে ঈশ্বর ! নগরাজ ! যো ভক্ত ! চৈতন্যস্য চিদ্রূপস্তাত্মনঃ
সমানত্বাৎ তুল্যরূপত্বাৎ ন ভেদং কুরুতে সর্বত্র ভেদবুদ্ধিঃ পরি-
হরতি । সর্বদা চ সর্বরূপাঃ সর্বং আত্রকন্তুষ্পর্যাস্তং রূপং স্বরূপং
যস্তাঃ তাদৃশীঃ মাং নমতে প্রণমতি যজতে চ পূজয়তি
চ । আচাণ্ডালান্তঃ অতি-নীচ-চণ্ডালজাতি-পর্যাস্তং ভেদবর্জনাং
ভেদজ্ঞানাভাবাৎ কুত্রাপি জীবে দ্রোহবুদ্ধিঃ অনিষ্টচিন্তনং ন
কুরুতে ॥ ১৫ ॥

হে পরমরাজ ! চণ্ডাল পর্যাস্ত সকল জীবে অবস্থিত বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডরূপ আমাকে যে ব্যক্তি সর্বদা নমস্কার ও পূজা করে, ভেদ
জ্ঞান না থাকায় কোনও জীবের অনিষ্ট চিন্তা করে না ॥ ১৫ ॥

মূর্ত্ত্যুস্থান দর্শনে শ্রদ্ধা মদুত্ত-দর্শনে তথা ।

মচ্ছাস্ত্রশ্রবণে শ্রদ্ধা মস্ত্রতন্ত্রাদিষু প্রভো ! ॥ ১৬ ॥

হে প্রভো ! মূর্ত্ত্যুস্থানদর্শনে দেবীভাগবতপ্রোক্ত-কোলাপুরাদি-
স্থান-বীক্ষণে, তথা মদুত্তদর্শনে মদুপাসকসম্মতো, তথা মচ্ছাস্ত্র-
শ্রবণে মৎপ্রতিপাদকশাস্ত্রাণাং, শক্তিদর্শন-দেবীভাগবতাদীনাং
বেদান্তস্ত চ আকর্ষণে, তথা, মস্ত্রতন্ত্রাদিষু দেবীহুতাদিষু শ্রদ্ধা
বিধেয়েত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

প্রভো ! কোলাপুর্ন প্রভৃতি আমার স্থান, আমার উপাসক,
দেবীভাগবত প্রভৃতি আমার শাস্ত্র, এবং দেবীহুত প্রভৃতি
আমার মন্ত্র, ইত্যাদিতে বিশেষ শ্রদ্ধা করা কর্তব্য ॥ ১৬ ॥

ময়ি প্রেমাকুলমতী রোমাঞ্চিততনুঃ সদা ।

প্রেমাশ্রজলপূর্ণাক্ষঃ কণ্ঠগদগদনিঃস্বনঃ ॥ ১৭ ॥

সদা ময়ি প্রেমাকুলমতিঃ মদ্বিয়মকং যৎ প্রেম অনুরাগঃ তে
আকুলা ব্যাথা মতি-বুদ্ধি বশত স তাদৃশঃ, অতএব রোমাঞ্চিত-
তনুঃ কণ্টকিতশরীরঃ, প্রেমাশ্রজলপূর্ণাক্ষঃ প্রেমজ্ঞেয় রশ্মিজলে-
পূর্ণে অক্ষিণী চক্ষুযৌ বশতঃ, কণ্ঠগদগদনিঃস্বনঃ বাষ্পনিকরকণ্ঠ-
তয়া অব্যক্তধ্বনিঃ ॥ ১৭ ॥

সর্বদা আমার প্রতি অনুরাগ বশতঃ যাহার বুদ্ধি ব্যাধি
থাকায় শরীর কণ্টকিত হয়, প্রেমাশ্রজলে যাহার নয়ন পরিপূর্ণ
হয়, এবং বাষ্পের দ্বারা কণ্ঠরোধ হওয়ায় যাহার ধ্বনি অব্যক্ত
হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অনন্তেনৈব ভাবেন পূজয়েদ্ যো নগাধিপ ।

মামীশ্বরীং জগদ্যোনিং সর্বকারণকারণং ॥ ১৮ ॥

হে নগাধিপ ! যো ভক্ত-জনঃ অনন্তেনৈব ভাবেন মদেবৈব-
মানসেন ঈশ্বরীঃ অগ্নিহোত্রৈশ্বর্যশালিনীং জগদ্যোনিং ব্রহ্মা-
ণ্ডোপাদানং সর্বকারণকারণং সর্বেষাং কারণানাং মপি কারণং
নিমিত্তং মাং পূজয়েৎ সেহবত ॥ ১৮ ॥

হে পরমেশ্বর ! যে ব্যক্তি অগ্নিহোত্র-ঈশ্বর্যশালিনী জগতের
উৎপত্তিস্থান, সমস্ত কারণেরও কারণ আমাকে একাগ্রচিত্তে
ভজনা করে ॥ ১৮ ॥

ব্রতানি মম দিব্যানি নিত্য-নৈমিত্তিকান্যপি ।

নিত্যাং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা বিভ্রাণ্ট্যবিবর্জিতঃ ॥ ১৯ ॥

যো জনঃ বিভ্রাণ্ট্যবিবর্জিতঃ বিভ্লে ধনে যঃ শ্রাণ্ট্যং কপটতা
তেন বিবর্জিতঃ রহিতঃ যথাবিভব মিত্যর্থঃ, মম দিব্যানি অলৌকিক-
কানি শ্রেষ্ঠানীত্যর্থঃ ব্রতানি দেবীভাগবতোক্তানি অনন্ততৃতীয়া-
দীনি, নিত্যনৈমিত্তিকান্যপি নিত্যানি অকরণে প্রত্যবায়জন-
কানি, নৈমিত্তিকানি নিমিত্তভবানি কৰ্ম্মাণি চ ভক্ত্যা অহুঃসব-
বিশেষণে কুরুতে আচরতি ॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তি নিজের ধন বিষয়ে শঠতা পরিত্যাগপূর্বক অর্থাৎ
বিভব অহুসারে ভক্তিযোগে প্রতিদিন আমার শ্রেষ্ঠ ব্রত সকল
(দেবীভাগবত প্রোক্ত অনন্ত তৃতীয়াদি) ও নিত্যনৈমিত্তিক
ক্রিয়াকলাপের অহুঠানে করে ॥ ১৯ ॥

অহুৎসব-দিদৃক্ষা চ মদুৎসব-কৃতি স্তথা ।

জায়তে যন্ত নিয়তং স্বভাবাদেব ভূধর ॥ ২০ ॥

হে ভূধর ! ক্ষিতিকৃত্য ! যত্র ভক্তজনস্ত স্বভাবাদেব প্রকৃত্যৈব
মহৎসব-দিদৃক্ষা মহৎসবানাং হৃগোৎসবাদীনাং শাস্ত্রোক্তানাং
দিদৃক্ষা দর্শনেচ্ছা, তথা মহৎসবকৃতিঃ মম উৎসবানাং অনুষ্ঠানং
নিয়তং নিত্যং জায়তে ভবতি ॥ ২০ ॥

হে ভূধর ! স্বভাবতঃ যে ব্যক্তির আমার উৎসবদর্শনে ইচ্ছা
হয় ও হৃগোৎসবাদি আমার উৎসব করিতে প্রবৃত্তি জন্মে ॥ ২০ ॥

উচ্চৈর্গায়ংশ্চ নামানি মমৈব খলু নৃত্যতি ।

অহঙ্কারাদিরহিতো দেহতাদাত্ম্যবর্জিতঃ ॥ ২১ ॥

„অহঙ্কারাদি-রহিতঃ অহঙ্কারঃ অহর্মিতি জ্ঞানং, আদিপদাৎ
মমকারঃ, তদ্রহিতঃ তদ্ব্যবহৃতঃ “অহং মমুশ্বঃ” “মম ধনঃ” ইত্যাদি-
জ্ঞানরহিতঃ তত্র হেতুঃ দেহ-তাদাত্ম্য-বর্জিতঃ দেহে শরীরে যৎ
তাদাত্ম্যং অভেদবোধঃ তদ্বর্জিতঃ, মম নামানি উচ্চৈর্গায়ন্ তত্র-
স্থরেণ উচ্চারয়ন্তেব নৃত্যতি খলু ॥ ২১ ॥

দেহাদিতে অভেদ জ্ঞান (আমি নর, স্থূল, ক্লশ, অক্ল, বধির
ইত্যাদি) রহিত হওয়ার যে ব্যক্তি অহঙ্কার মমকার অর্থাৎ আমি
আমার ইত্যাদি জ্ঞান বর্জিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আমার নাম
সংকীৰ্ত্তন করিয়া নৃত্য করে ॥ ২১ ॥

প্রারন্ধেন যথা যচ্চ ক্রিয়তে তত্তথা ভবেৎ ।

ন মে চিন্তাস্তি তত্রাপি দেহসংরক্ষণাদিষু ॥ ২২ ॥

প্রারন্ধেন এতজ্জন্মায়ুর্ভোগজনকেন অদৃষ্টেন যৎ কৰ্ম যথা

বর্তমান জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগের জনক কর্মসমষ্টিকে প্রারন্ধ বলে, ভোগের
দ্বারাই উহার শেষ হয় “প্রারন্ধন্ত ভোগাদেহ কৰ্মঃ” । আত্মজ্ঞান হইলে
প্রারন্ধের ইতর সঞ্চিত কর্ম সমুদায় নষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

ক্রিয়তে তৎ কৰ্ম তথা ভবেৎ, ন তু অন্যথা কৰ্ত্ত্বং শক্যতে ইত্যর্থঃ
তত্রাপি দেহসংরক্ষণাদিষু . শরীরপোষণাদিকৰ্ম্মসু মে চিন্তা
নাস্তি ॥ ২২ ॥

প্রারব্ধ কৰ্ম্মবশতঃ যাহা যেক্রপ হওয়া উচিত তাহা সেইক্রপই
হইয়া থাকে (তাহার অন্যথা হয় না) অতএব দেহরক্ষাদিতেও
আমার কোন চিন্তা নাই ॥ ২২ ॥

ইতি ভক্তিস্ত যাপ্রোক্তা পরভক্তিস্ত সা স্মৃতা ।

যস্তাং দেব্যতিরিক্তস্ত ন কিঞ্চিদপি ভাব্যতে ॥ ২৩

ইতি পূৰ্ব্বোক্তরূপাঃ ভক্তিঃ প্রোক্তা সা পরভক্তিঃ স্মৃতা
যস্তাং পরভক্তৌ জাতায়া মিতিশেষঃ, দেব্যতিরিক্তস্ত দেবীভিন্নং
পুনঃ কিঞ্চিদপি বস্ত ন ভাব্যতে চিন্ত্যতে ॥ ২৩ ॥

• পূৰ্বে যেক্রপ ভক্তির বর্ণনা করা হইল উহাতে পরভক্তি বলে,
উহাতে উপাস্ত দেবীর অতিরিক্ত কিছুই চিন্তা করে না ॥ ২৩ ॥

ইথাং জাতা পরা ভক্তি যস্য ভূধর তত্ত্বতঃ ।

তদৈব তস্য চিন্মাত্রৈ মদ্রূপে বিলয়ো ভবেৎ ॥ ২৪

হে ভূধর ! ইথাং পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারেণ তত্ত্বতঃ যথার্থতঃ যস্য
পরা ভক্তি জাতা উপরী তস্য তদৈব পরভক্তিজননানন্তরমেব
চিদ্রূপে চৈতন্যরূপে, মদ্রূপে মৃগশরূপে বিলয়ো ভবেৎ, স
জীবন্তং বিহায় ব্রহ্মরূপাং মাং প্রাপ্নোতি “ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব
ভবতীতি” শ্রুতে: ॥ ২৪ ॥

• হে ভূধর ! যে ব্যক্তির এইরূপে যথার্থভাবে পরাভক্তি উপর
হয়, চিদ্রূপে আমাতে তাহার লয় হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

ভক্তে স্তু য় পরা কাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীৰ্ত্তিতং ।

বৈরাগ্যস্ত চ সীমা সা জ্ঞানে তদুভয়ং যতঃ ॥ ২৫ ॥

যা ভক্তেঃ পরাকাষ্ঠা চরমোৎকর্ষঃ সা জ্ঞান মেব আত্মধী রেব প্রকীৰ্ত্তিতং কথিতং, মুনিভি রিতি শেষঃ । সা চ বৈরাগ্যস্ত নির্বেদস্ত সীমা শেষভূমিঃ, যতঃ জ্ঞানে সতি, তদুভয়ং সাদ্ধে সম্পূর্ণে ভক্তি-বৈরাগ্যে সিধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ভক্তির পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ চরম সীমাকেই জ্ঞান বলে, ঐটি বৈরাগ্যেরও শেষ সীমা, যেহেতু জ্ঞানহইলে, ভক্তি ও বৈরাগ্য উভয়ই সম্পূর্ণভাবে দৃঢ় হয় ॥ ২৫ ॥

ভক্তৌ কৃত্যিাং যস্তাপি প্রারদ্ধ-বশতো নৃপ ।

ন জায়তে, মম জ্ঞানং মণিদ্বীপং স গচ্ছতি ॥ ২৬ ॥

হে নর ! ভক্তৌ কৃত্যিাং মপি পূর্বোক্তপরভক্তৌ জাতায়ামপি যস্ত নরস্ত মম জ্ঞানং ব্রহ্মরূপায়্য মে বোধঃ ন জায়তে নোৎপত্ততে, স মণিদ্বীপং দেবী-ভাগবত-দ্বাদশস্কন্ধোক্তং স্থানং গচ্ছতি । পরভক্তেঃ পরাকাষ্ঠা এব জ্ঞানং, অস্ত তু অকুর এব পরভক্তে জাত ইত্যবুসন্ধেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

হে পরমত ! ভক্তি জন্মিলেও যদি প্রারদ্ধ বশতঃ আমার জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) না জন্মে, তবে সেই ব্যক্তি মণিদ্বীপে গমন করে ॥ ২৬ ॥

* পরভক্তি সম্পূর্ণ পরিপক্ব হইলেই জ্ঞান জন্মে, উল্লিখিত ব্যক্তির কেবল পরভক্তির অকুর হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

তত্র গহ্বাহখিলান্ ভোগা ননিচ্ছন্নপি চচ্ছতি ।

তদন্তে মম চিত্রপজ্ঞানং সমাগ্ ভবেন্নগ ॥ ২৭ ॥

হে নগ! পর্ত! স তত্র মণিধীপে গহ্বা অনিচ্ছন্নপি
অভিলাষ মকুর্সন্নপি অখিলান্ সমগ্রান্ ভোগান্ ভুজ্যন্তে ইতি
ভোগাঃ বিষয়ঃ তান্ ক্ষুহতি প্রাপ্নোতি, তদন্তে প্রারব্ধভোগান্তে
মম চিত্রপজ্ঞানং তদজ্ঞানং সমাগ্ ভবেৎ সম্পূর্ণং জায়েত ॥ ২৭ ॥

হে নগ! সেই মণিধীপে গমন করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও
উক্ত ব্যক্তি সমস্ত দিবা ভোগ অন্বেষণ করেন, অনন্তর সমাক-
ল্পে আমার চিত্রপ জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান জন্মে ॥ ২৭ ॥

তেন মুক্তঃ সদৈব শ্রাজ্ জ্ঞানানুষ্টি ন চান্তথা ।

ইহৈব যন্ত জ্ঞানং শ্রাৎ হৃদগতপ্রত্যগায়নঃ ॥

মম সন্নিংপরতনো স্তস্ত প্রাণা ব্রজন্তি ন ।

ব্রহ্মৈব সংস্তুদাপ্নোতি ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবেদ যঃ ॥ ২৮ ॥

তেন তদজ্ঞানেন সদৈব মুক্তঃ বন্ধরহিতঃ শ্রাৎ, জ্ঞানং
মুক্তি উৎপাদিত, অন্যথা নচ, জ্ঞানে সতি বন্ধলেশো ন বর্ততে
ইত্যর্থঃ । ইহৈব মনুষ্যশরীরে যন্ত ভক্তিবৈরাগাবতঃ সন্নিংপর-
তনো: জ্ঞানৈকমূর্ত্তে: হৃদগতপ্রত্যগায়নঃ হৃদয়স্থপরমায়নঃ মম
সাক্ষিদানন্দব্রহ্মণঃ জ্ঞানং তদ্বোধঃ শ্রাৎ, তন্ত প্রাণা আধ্যাত্মিক

* “বিদ্যায়া য়েব লোকঃ” উপাসনা করিলে দেবলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে
গমন হয়, সেই হাথে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মার সহিত একত্রে মুক্ত
হয়, এই ভাবে ক্রমমুক্তির উল্লেখ আছে, উক্ত শ্লোক সেই ভাবেরই কথা
আছে ॥ ২৭ ॥

বাগবৎ ন ব্রজন্তি নোদগচ্ছন্তি, তন্ত্ৰ সপ্তদশাবগবৎ লিঙ্গশরীরং
লোকাস্তরং ন গচ্ছেদিতার্থঃ, “ন তন্ত্ৰ প্রাণা উৎক্রামন্তীতি
জ্ঞেতেঃ” । স ব্রহ্মৈব সন্ তদ্ ব্রহ্ম আপ্নোতি অধিগচ্ছতি, যো
ব্রহ্ম বেদ স ব্রহ্মৈব ভবতি, তদ্বনমেব তদাপ্তিঃ, ন তু অন্তঃ সন্
অন্ত লভতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

সেই তত্ত্বজ্ঞান হইলে সর্বদাই মুক্ত হয়, যেহেতু জ্ঞান হইলে
মুক্তি হয়, ইহার অত্থা হয় না । যে ভক্তি-বৈরাগ্য-যুক্ত মানবের
এই শরীরেই জ্ঞানৈকমূর্ত্তি হৃদয়ত পরমাত্মা স্বরূপ আমার জ্ঞান
হয়, তাহার মৃত্যুকালে প্রাণবায়ুর উৎক্রমণ হয় না, ব্রহ্ম
হইয়াই ব্রহ্মকে পায়, যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্মই হইয়া
থাকে ॥ ২৮ ॥

কণ্ঠচামীকর-সম মজ্জানা তু তিরোহিতং ।

জ্ঞানাদজ্ঞাননাশেন লব্ধমেব হি লভ্যতে ॥ ২৯ ॥

কণ্ঠচামীকরসমং কণ্ঠস্থং চামীকরং সূবর্ণং যথা সদপি অজ্জা-
নাং নাস্তীতি প্রতীক্যেত তত্ত্বলাং আত্মস্বরূপং অজ্জানাং তু কেবলং
অজ্জানাদেব তিরোহিতং অজ্জাতং আসীৎ, জ্ঞানাং তত্ত্ববোধাৎ
অজ্ঞাননাশেন ভ্রমাপনোদগেন লব্ধমেব হি স্বস্বরূপং লভ্যতে,
যথা তদেব সূবর্ণং কেনচিদাপ্তেন “ক ব্রজসি ? কণ্ঠে এব তে
বর্ত্ততে চামীকর”মিতি বিজ্ঞাপিতে লব্ধমেব লভ্যতে তদ্বৎ ॥ ২৯ ॥

অন্তস্থলে ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ধনকে পায়, ব্রহ্ম লাগতি হলে সেরূপ নহে,
ব্রহ্ম জানা, ব্রহ্ম পাওয়া, ব্রহ্ম হওয়া একই কথা । সচরাচর মরণকালে
স্থল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীর নির্গত হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টকলে স্বর্গে বা
নরকে গমন করে, অজ্ঞজ্ঞানীর সেরূপ হয় না, তাহার সূক্ষ্ম শরীর লম্ব
পাইয়া যায় ॥ ২৮ ॥

স্ববর্ণময় হার কণ্ঠেই আছে, অজ্ঞ ব্যক্তি তাহা না জানিয়া কোথায় হার ? কোথায় হার ? বলিয়া ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করে, কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলিয়া দেন, “তোমার হার, তেজম্বর কণ্ঠেই আছে” তখন সে যেমন প্রাপ্ত হারকেই যেন পুনর্বার লাভ করে, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই জীবের স্বরূপ, উহা জীবাত্মার সর্বদাই লক্ষ আছে, কেবল অজ্ঞান বশতঃ তাহা না জানিয়া আমি মনুষ্য, স্থখী দুঃখী, ইত্যাদি রূপে মুগ্ধ হয়, জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞান দূর হইলে তখন লক্ষই বস্তু পরব্রহ্মকে লাভ করে ॥ ২৯ ॥

বিদিতাবিদিতী দনু নগোত্তম বপু মম ।

যথাদর্শে তথান্নি যথা জলে তথাপিহলোকে ॥ ৩০ ॥

হে নগোত্তম ! পরম-রাজ ! মম বপুঃ স্বরূপং বিদিতাবিদি-
তাং বিদিতাং ব্যক্তাং কার্যাং অবিদিতাং অব্যক্তাং কারণাং,
অনু দতিরিক্তং । “অনুদেব ভবিদিতাদপো অবিদিতাদধীতি”
শ্রুতেঃ । যথা আদর্শে দর্পণে প্রতিবিম্বভূত মাগ্নানং পশুতি
লোকঃ অত্যন্তবিবিক্তং, তথা তদ্বৎ, আন্যনি স্ববুদ্ধা বাদর্শব-
গ্নিস্থলীভূত্যাং বিবিক্ত মাগ্নানো দর্শনং ভবতীত্যর্থঃ । যথা
জলে অবিভক্তাবয়বং আন্যস্বরূপং দৃশ্যতে অবিবিক্তং, তথা পিতৃ-
লোকে অবিবিক্তমেব দর্শন মাগ্নানঃ, কৰ্ম্মফলোপভোগাসক্তত্বাৎ ন

* কেবল মনুষ্য দেহই কৰ্ম্ম দেহ, স্বর্গীয় শরীর ভোগদেহ, উহাতে আত্ম-
জ্ঞান হয় না, কৰ্ম্মফলে স্বর্গভোগ হয়, ভোগ লাভ করিতে হইলে দেহাদিতে
অস্বাভিমান থাকা চাই। অধ্যাত্ম রাজ্যে স্বর্গ অলেকাও মনুষ্য জীবন
মূলভ ॥ ৩০ ॥

তত্র বুদ্ধে নৈশ্বলাং, ন চৈবাতঃ দেহাদিভ্যঃ পৃথক্ভেদেণ আত্মদর্শনং,
কেবল মিহ মনুষ্যশরীরে নিশ্বলচেতসি ব্রহ্মলোকে চ বিবিক্ত-
তয়ঃ আত্মনো দর্শনং, নাগ্নত্র কুত্রাপীতি ॥ ৩০ ॥

এহ নগোত্তম ! আমার স্বরূপ কার্য্য ও কারণ উভয় হইতেই
অতিরিক্ত অর্থাৎ সর্ব্বথা ইন্দ্রিয়ের অগোচর । দর্পণে যেমন
পৃথক্ভাবে শরীরের দর্শন হয়, তদ্রূপ নিশ্বল বুদ্ধিতে দেহাদিব
অতিরিক্তরূপে আত্মা অনুভব হইতে পারে । যেমন জলে
অবিভক্ত অবয়ব রূপে আত্মস্বরূপ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ পিতৃলোকে
(স্বর্গে) অবিবিক্তভাবে আত্মদর্শন হয়, দেহাদি হইতে পৃথক্
রূপে আত্মজ্ঞান স্বর্গাদিতেও হয় না, ব্রহ্মলোকে হয় এবং
পরিতৃপ্ত চিত্তে হইতে পারে ॥ ৩০ ॥

ছায়াতপৌ যথা স্বচ্ছৌ বিবিক্তৌ তদ্বদেব হি ।
মম লোকে ভবেজ্ জ্ঞানং দ্বৈতভানবিবর্জিতম্ ॥ ৩১ ॥

যথা ছায়াতপৌ তমঃপ্রকাশৌ স্বচ্ছৌ অত্যন্তঃ পৃথক্ অনু-
ভূয়েতে, তদ্বদেব হি তথৈব হি মম লোকে মন্নিবাসস্থানে মণিদ্বীপে
(পিতৃলোকতোহপি উৎকৃষ্টে), দ্বৈতভানবিবর্জিতং ভেদজ্ঞানরহিতং
জ্ঞানং “একমেবাদ্বিতীয়” মিত্যাदि প্রতিপ্রতিপাদিতং অদ্বৈত-
জ্ঞানং তবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

যেমন ছায়া ও আতপ অর্থাৎ অন্ধকার ও প্রকাশ অত্যন্ত
পৃথক্রূপে অনুভূত হয়, সেইরূপ আমার লোকে (মণিদ্বীপে)
দ্বৈতজ্ঞান রহিত অদ্বৈত জ্ঞান সম্যক্ হইয়া থাকে, অর্থাৎ জড়বর্গ
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ভাবে এক আত্মার অনুভব হয় ॥ ৩১ ॥

যস্তু বৈরাগ্যবানেব জ্ঞানহীনো ত্রিয়েত চেৎ ।

ব্রহ্মলোকে বসেন্নিত্যং যাবৎকল্পং ততঃ পরং ॥

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে ভবেত্তস্য জনিঃ পুনঃ ।

করোতি সাধনং পশ্চাত্ততো জ্ঞানং হি জায়তে ॥ ৩২ ॥

যস্তু ভক্তো জনঃ বৈরাগ্যবানেব কেবলং বিষ্ণুবিরক্তঃ, জ্ঞান-
হীনঃ আত্মজ্ঞান-রহিতঃ চেৎ ত্রিয়েত প্রাণান্ ত্যজেৎ যদি, স
যাবৎ-কল্পং প্রলয়পর্য্যন্তং, নিত্যং ব্রহ্মলোকে বসেৎ, ততঃ পরং
তদ্ভোগাবসানে শুচীনাং শুদ্ধাচারীনাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে,
তস্য জনি রূপান্তি ভবেৎ, পুনঃ সাধনং অষ্টাঙ্গ-যোগানুষ্ঠানং
করোতি, ততঃ পশ্চাৎ জ্ঞানং তত্ত্বসাক্ষাৎকারঃ জায়তে হি
ভবত্যেব ॥ ৩২ ॥

• কেবল বৈরাগ্য হইয়াছে কিন্তু আত্মজ্ঞান হয় নাই, এরূপ
ব্যক্তি মরিয়া কল্প অর্থাৎ প্রলয় পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করেন,
অনন্তর ধনবান্ সদাচারী ব্যক্তির গৃহে তাঁহায় জন্ম হয়, সেই
জন্মে সাধন করিয়া জ্ঞানলাভ করেন ॥ ৩২ ॥

অনেকজন্মভী রাজন্ জ্ঞানং স্মার্মৈক জন্মনা ।

ততঃ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানার্থং যত্ন মাচরেৎ ॥ ৩৩ ॥

হে রাজন্ ! অনেক-জন্মভিঃ জন্মপরম্পরয়া জ্ঞানং আত্মবোধঃ
স্যাৎ, একজন্মনা ন ভবেৎ, ততঃ জ্ঞানার্থং আত্মজ্ঞানায় সৰ্ব্ব-
প্রযত্নেন আগ্রহাতিশয়েন যত্ন মাচরেৎ ॥ ৩৩ ॥

হে রাজন্ ! আত্মজ্ঞান অনেক জন্মে লাভ হয়, এক জন্মে
হয় না, অতএব বিশেষ আগ্রহের সহিত জ্ঞানলাভের চেষ্টা
করিবে ॥ ৩৩ ॥

নো চেম্মহানু বিনাশঃ স্রাজ্জন্মৈত দুর্লভং পুনঃ ।

তত্রাপি প্রথমে বর্ণে বেদপ্রাপ্তিশ্চ দুর্লভা ॥ ৩৪ ॥

কিনাচেৎ আত্মজ্ঞানার্থং বত্নং ন কুৰ্গ্যা চেৎ মহান্ বিনাশঃ
অত্যন্ত মনিষ্টাপাতঃ স্রাৎ, পুনঃ এতজ্জন্ম মনুষ্যজন্মং দুর্লভং
দুস্ত্রাপং, তত্রাপি মনুষ্যজন্মেপি প্রথমে বর্ণে ব্রাহ্মণকূলে জন্ম
দুর্লভং, তত্রাপি বেদপ্রাপ্তিঃ বেদজ্ঞানঃ দুর্লভা ॥ ৩৪ ॥

তাহা না করিলে অর্থাৎ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া জ্ঞানের
সাধন না করিলে বিশেষ ক্ষতি হয়, কারণ, 'এই মানবজন্ম অতি
দুর্লভ, মনুষ্যজন্মে ব্রাহ্মণ হওয়া, ব্রাহ্মণ হইয়া বেদ (শাস্ত্র)
লাভ সহজে হয় না ॥ ৩৪ ॥

শমাদি-ষট্‌ক-সম্পত্তি যোগসিদ্ধি স্তুথৈব চ ।

তথোক্তম'-গুরুপ্রাপ্তিঃ সর্বমেবাত্র দুর্লভম্ ॥ ৩৫ ॥

বেদপ্রাপ্তৌ অপি শমাদি ষট্‌কসম্পত্তিঃ, শমঃ, দমঃ, উপরতিঃ,
তিতিক্ষা, সমাধানং, শ্রদ্ধা এত্বেষাং যগাং গণং ষট্‌কঃ স এব
সম্পত্তিঃ ঐশ্বর্যং, তথৈব চ যোগসিদ্ধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতসমাপি-

মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ, এ বিষয়ে সকলেরই বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত ।
সাধন করিয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করা যায় বলিয়া অস্তুর কথা দূরে থাকুক
দেবগণও এই মানবজীবন লাভ করিতে ইচ্ছুক । অনেকে বিষয়স্থখে বঞ্চিত
হইয়া মনে করেন "বুঝা জন্ম গেল" তাহা নহে মনুষ্যজন্মলাভ করিয়া সাধন।
বিহীন হইলেই জন্ম বিফল হয়. ঐহিক স্থগ কদিনের জন্ম ? ॥ ৩৪ ॥

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই কএকটিকে
শমাদি ষট্‌সম্পত্তি বলে। অন্তরিক্সের নিগ্রহঃ শম, বহিরিক্সের নিগ্রহঃ দম,
উপরতি সংক্রাস, তিতিক্ষা শীতোষ্ণাদি বদ্বন্দ্বন, সমাধান সমাধি অর্থাৎ

নিম্পত্তিঃ যোগজ্ঞানাদি বিবৃতির্বা, তথা উত্তমশুকপ্রাপ্তিঃ সদ-
শুকলাভঃ, সর্বমেব পূর্বোক্তং মনুষ্যাদিকং অত্র সংসারে
দুর্লভম্ ॥ ৩৫ ॥

শমাদি ষট্ সম্পত্তিঃ, যোগসিদ্ধি অর্থাৎ অসম্প্রজাত সমাধি
লাভ অথবা যোগজ্ঞান বিবৃতি লাভ, এবং উত্তম শুক লাভ
মনুষ্যজন্মে ইহা সমস্তই অতি দুর্লভ ॥ ৩৫ ॥

তথেন্দ্রিয়াণাং পটুতা সংস্কৃতত্বং তনো স্তথা ।

অনেকজন্মপুণ্যেস্ত মোক্ষেন্দ্ৰ জায়তে ততঃ ॥ ৩৬ ॥

তথা এবং ইন্দ্রিয়গণাং শ্রোত্রাদীনাং পটুতা, বিষয়গ্রহণ-
সামর্থ্যং, তথা তনোঃ শরীরস্ত সংস্কৃতত্বং শাস্ত্রোক্ত-সংস্কারঃ, ততঃ
ইথাং সাধনসমূহে জাতে অনেকজন্মপুণ্যে বহুজন্মসম্পাদিতভূতা-
দৃষ্টে: তু এব মোক্ষেন্দ্ৰ মোক্ষবিষয়ে ইচ্ছা মুমুক্ষা জায়তে ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে ইন্দ্রিয়গণের পটুতা অর্থাৎ বিষয় গ্রহণে সামর্থ্য,
এবং শরীরের শাস্ত্রোক্ত সংস্কার (গর্ত্তাধানার্ধ দশবিধসংস্কার)
সমস্তই দুর্লভ ; এইরূপে পূর্বোক্ত সাধন সমুদায় সংগ্রহ হইলে

সম্প্রজাত যোগ, প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধা ও শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস । সম্প্রজাত ও অসম্প্রজাত
ভেদে যোগ দুই প্রকার, যে অবস্থায় ধোয় স্বরূপে ভান হয়, অথবা বিষয় বোধ
থাকে না, তাহাকে সম্প্রজাত সমাধি বলে, অসম্প্রজাত অবস্থায় চিত্ত
ধোয় স্বরূপেই প্রকাশ পায়, উহাতে ধোয়, ধ্যান ও ধ্যান এক হইয়া যায় ।
শমাদির অন্তর্গত সমাধান শব্দে সম্প্রজাত সমাধি বুঝিতে হইবে, যত্নের
যোগসিদ্ধি শব্দে অসম্প্রজাত সমাধি বুঝিতে হইবে । সমাধি ও যোগ
পার্থ্যায় শব্দ ॥ ৩৫ ॥

অনেক জন্মের পুণ্যের ফলে মোক্ষ বিষয়ে ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

সাধনে সকলেহপ্যেবং জায়মানেষপি যো নরঃ ।

জ্ঞানার্থং নৈব যততে তস্মৈ জন্ম নিরর্থকং ॥ ৩৭ ॥

এবং পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারেণ সকলেহপি সমগ্রেহপি সাধনে আত্মজ্ঞানোপায়ে জায়মানেষপি উৎপত্তমানেষপি সত্যপীতার্থঃ, যো নরঃ জ্ঞানার্থং আত্মজ্ঞানায় নৈব যততে ন চেষ্টতে, তস্মৈ জন্ম অতিদুর্লভং মানবং জন্ম নিরর্থকং নিষ্ফলং, আত্মঘাতী স ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

পূৰ্ব্বোক্ত সাধন সমুদায় জন্মিলেও যে ব্যক্তি জ্ঞানের নিমিত্ত যত্ন করে না তাহার জন্ম বিফল ॥ ৩৭ ॥

তস্মাদ্রাজন্ যথাশক্ত্যা জ্ঞানার্থং যত্ন মাচরেৎ ।

পদে পদেষু অশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতং ॥ ৩৮ ॥

হে রাজন্ তস্মাৎ পূৰ্ব্বোক্তকারণাৎ মানবজন্মনো দুর্লভত্বাৎ জ্ঞানার্থং আত্মজ্ঞানায় যথাশক্ত্যা সামর্থ্যানুসারেণ যত্নমাচরেৎ সমস্তো ভবেৎ । শ্রবণাদিষু প্রবৃত্তো জনঃ পদে পদে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিতং অশ্বমেধস্য যাগস্য ফলং আপ্নোতি লভতে ॥ ৩৮ ॥

হে মহারাজ ! অতএব জ্ঞানের নিমিত্ত শক্তি অনুসারে যত্ন করিবে, আত্মজ্ঞানের সাধন শ্রবণাদিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তি প্রতিপদে নিশ্চয়ই অশ্বমেধ যাগের ফলাভ করে, অর্থাৎ বহু আয়াসসাধ্য অশ্বমেধ যাগ করিলে যেদ্রুপ ফল দিকি হয়, আত্মজ্ঞানের উপায়ের দ্বারা তাহা দিকি হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

যুতমিব পয়সি নিগূঢ়ং

ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানং ।

সততং মস্থয়িতব্যং

মনসা মস্থানভূতেন ॥ ৩৯ ॥

পয়সি হৃদ্রে যুতমিব বিজ্ঞানং চিং ভূতে ভূতে প্রতি-শরীরং
নিগূঢ়ং অব্যক্তং বসতি বর্ততে, মস্থানভূতেন, মস্থানদণ্ডতুল্যেন
মনসা সততং মস্থয়িতব্যং শরীরাত্ পৃথক্ তস্মা জাতব্যং মস্থনে
পয়ঃ সকাশাত্ যুতমিব শরীরাত্ পৃথক্ কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

হৃদ্রে যুতের ত্রায় অব্যক্তভাবে প্রতি শরীরে বিজ্ঞানস্বরূপ
আত্মা অবস্থান করেন, মস্থানদণ্ড দ্বারা যেমন হৃদ্রে হইতে যুতকে
(নবনীতকে) পৃথক্ করি যায় তদ্রূপ বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা শরীরাদি
হইতে আত্মাকে পৃথক্ রূপে জানিবে ॥ ৩৯ ॥

জ্ঞানং লব্ধা কৃতার্থঃ স্যাদিতি বেদান্তভিণ্ডিমঃ ।

সর্বমুক্তং সমাসেন কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪০ ॥

জ্ঞানং লব্ধা বোধ মল্লিগম্য কৃতার্থঃ কৃত-কৃত্যঃ স্যাদিতি
বেদান্তভিণ্ডিমঃ উক্তনিষদান্তধ্যাত্মশাস্ত্রঘোষণাবাণ্ড্যঃ । সর্বং শব্দ-
ব্রহ্মস্য সমাসেন সংক্ষেপেণ উক্তং কথিতং, ভূয়ঃ পুনঃ কিং
শ্রোতুমিচ্ছসি, কস্মিন্ বিষয়ে তে শ্রবণেচ্ছাস্তি, তদ্বদ ইতি
শেষঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে

ভক্তি-মাছাভ্যাবর্ণনং সমাপ্তম্ ॥

জ্ঞানলাভ করিয়া কৃত-কৃত্য হয়, ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের
 ঘোষণা । সমস্ত বিষয়ই সংক্ষেপতঃ বলা হইল, পুনর্বীর কি ?
 অনিতে ইচ্ছা করেন ॥ ৪০ ॥

শ্রীদেবীভাগবতের ত্তিমাহাত্ম্য বর্ণনের

বঙ্গাধ্ববাদ সমাপ্ত হইল ॥



অধ্যাত্মরামায়ণে

উত্তরকাণ্ডে

ভক্তিযোগঃ ।

একান্তে ধ্যাননিরতে একদা রামবে সতি ।

জ্ঞাত্বা নারায়ণং সাক্ষাৎ কোশল্যা প্রিয়বাদিনী ।

ভক্ত্যাগত্য প্রসন্নং তং প্রণতা প্রাহ হৃষ্টধীঃ ॥ ১ ॥

শ্রীরামঃ হৃদয়ে ধ্যানা পূর্ণচক্রে-বিজয়না ।

ব্যাখ্যানং ভক্তিযোগস্ত ক্রিয়তে চিত্তশুদ্ধয়ে ॥

একদা রামবে রামচক্রে, একান্তে নির্জনে, ধ্যাননিরতে •
ধ্যানমগ্নে সতি, প্রিয়বাদিনী মিষ্টভাষিনী, হৃষ্টধীঃ প্রশান্তচিত্তা,
কোশল্যা রামং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষং নারায়ণং বিষ্ণুং জ্ঞাত্বা লোকা-
তীর্থে স্তম্ভরিষ্ঠৈঃ ঋষিবার্হক্যশ্চ বিদিত্বা ভক্ত্যা অনুরাগেণ আগত্য •
প্রসন্নং নির্মলচিত্তং তং রামং প্রণতা সতী প্রাহ উবাচ বক্ষ্যমাণ-
মিতি শেষঃ । সাক্ষাৎ নারায়ণধিঠৈব • প্রণতা ইতি ন মাতুঃ
পুত্রে প্রণতি ঋকৃদ্ধা ইত্যনুসংক্ষেপম্ ॥ ১ ॥

কোশল্যা রামকে নারায়ণ বলিয়াই জানিয়াছিলেন, হৃতরাঃমাতা হইয়া
পুত্রকে প্রণাম করা অসম্ভব বোধ করা উচিত নহে, কারণ, পুত্রের প্রতি
তখন আর পুত্রতা জ্ঞান ছিল না ॥ ১ ॥

এক সময় রামচন্দ্র নির্জনে ধ্যানমগ্ন হইলে প্রিয়ভাষিনী
কৌশল্যা দেবী রামকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া সেই স্থানে
ভক্তিপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া প্রসন্ন হৃদয়ে রামকে হৃষ্টান্তঃকরণে
প্রণাম করিয়া প্রণম করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

রাম ! ত্বং জগতা মাদি রাদি মধ্যান্তবর্জিতঃ ।

পরমাত্মা পরানন্দঃ পূর্ণঃ পুরুষ ঈশ্বরঃ ।

জাতোহসি মে গর্ত্তগৃহে মম পুণ্যাতিরেকতঃ ॥ ২ ॥

রাম ! ত্বং জগতাং চরাচরভূতানাং আদিঃ কারণঃ, স্বয়ং
আদিমধ্যান্তরহিতঃ উৎপত্তি-নাশ-রহিতঃ অতএব মধ্যরহিতঃ,
সত্যোরেব হি আদ্যন্তরো ন ধাবন্ত্যাসম্ভবঃ, পরমাত্মা পর উৎকৃষ্ট
আত্মা পরব্রহ্ম, পরানন্দঃ পর উৎকৃষ্ট আনন্দো যন্ত তদ্রূপো বা,
হিরণ্যগর্ত্তানন্দতোহপি শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ, পূর্ণঃ পুরুষঃ আপ্তকামঃ,
ঈশ্বরঃ নিয়ন্তা, এবম্ভূতোহপি ত্বং মম পুণ্যাতিরেকতঃ ধর্ম্মাধি-
ক্যাৎ মে গর্ত্তগৃহে গর্ত্তরূপে গৃহে জাতঃ উৎপন্ন ইদং অসি, পর-
মার্থতঃ ন তে জন্মাস্তি ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

রাম ! তুমি জগতের কারণ, তোমার আদি, মধ্য বা অন্ত
নাই, অর্থাৎ তোমার উৎপত্তি বিনাশ কিছুই নাই, তুমি
পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মা, তুমি পূর্ণ পুরুষ অর্থাৎ আপ্তকাম,
তোমার কোনও অভাব নাই, তুমি সকলের ঈশ্বর অর্থাৎ

ঈশ্বরের, অবতার রামচন্দ্রাদির জন্ম ও সাধারণের জন্মের বিশেষ এই
অদৃষ্টবশতঃ সাধারণের জন্ম হয়, উহা হইতেই হইবে, রামচন্দ্রাদির জন্ম অদৃষ্ট
প্রযুক্ত নহে, ইচ্ছাজন্ম, লীলানাম ॥ ২ ॥

নিয়ামক । তুমি আমার পুণ্যাতিশয় বশতঃই আমার গর্ত্তে
জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ ২ ॥

অবসানে মমাপ্যন্ত সময়োহভূদ্রঘুত্তম ।

নাঢ্যাপ্যবোধজঃ কুৎস্না ভববন্ধো নিবর্ততে ॥৩॥

হে রঘুত্তম! মম অবসানে অতিবাক্ষ্যকৌ অপি এবং অন্ত
সময়ঃ প্রম্লাবসরঃ অহং, অথবা অবসানে তব অবতারসমাপ্তি-
কালে মম সময়ঃ অভূৎ, অত্মাপি অবোধজঃ অজ্ঞানজঃ ভববন্ধঃ
সংসারবন্ধনং কুৎস্নঃ শমগ্রঃ, ন নিবর্ততে নাপগচ্ছতি, তৎসঙ্গাৎ
কিঞ্চিদিব নিবর্ত্তেজাতঃ, অত্থথা প্রমী এব ন, স্তাৎ ॥ ৩ ॥

হে রাঘবশ্রেষ্ঠ! আমার অতি বাক্ষ্য অবস্থাতেই অন্ত
প্রশ্নের অবসর উপস্থিত হইয়াছে, এখন পর্য্যন্তও আমার অজ্ঞান-
জাত সমস্ত সংসার বন্ধন নিবৃত্তি হইল না ॥ ৩ ॥

ইদানী মপি মে জ্ঞানং ভব-বন্ধ-নিবর্ত্তকং ।

যথা সংক্ষেপতো ভূয়া তথা বোধয় মাং বিভো ! ॥৪॥

হে বিভো! ইদানীমপি অবসানকালেহপি মে ভববন্ধনিব-
র্ত্তকং সংসারনাশকং জ্ঞানং আদ্যজ্ঞানং যথা যেম উপায়েন ভূয়াৎ
তথা তমুপায়ং সংক্ষেপতঃ সমাসেন মাং বোধয় উপদিশ,
বিস্তৃতঃ শ্রবণে নাবকাশোহস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

হে বিভো! এই বুদ্ধাবস্থাতেও যাহাতে আমার সংসারবন্ধন

সমগ্র বন্ধন নিবৃত্তি হয় নাই বলিলে কিছু হইয়াছে বুঝায়, রামচন্দ্রের
সহিত সঙ্গত। বাক্যানুসারে কোশল্যার ভববন্ধ কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইয়াছিল
বুঝিতে হইবে ॥ ৩ ॥

নিবর্তক জ্ঞান জন্মে সংক্ষেপতঃ আমাকে সেইরূপ উপদেশ
'প্রদান করুন ॥ ৪ ॥

নির্বৈদবাদিনী মেবং মাতরং মাতৃ-বৎসলঃ ।

দয়ালুঃ প্রাহ ধৰ্ম্মাত্মা জরাজজ্জরিতাঃ শুভাম্ ॥ ৫ ॥

মাতৃবৎসলঃ জননীস্নেহবান্ দয়ালুঃ কারুণিকঃ ধৰ্ম্মাত্মা ধৰ্ম্মে
আত্মা অন্তঃকরণঃ যন্ত স রামঃ এবং পূর্বোক্তরূপেণ নির্বৈদ-
বাদিনীং নির্বৈদঃ বিষয়বৈরাগ্যাং তেন বাদিনীং ভাষিণীং পরি-
দেবিনীমিতার্থঃ, জরাজজ্জরিতাঃ সার্বকালপীড়িতাঃ শুভাং
কল্যাণীং মাতরং কৌশল্যাং প্রাহ প্রোবাচ বক্ষ্যমাণঃ ইতি
শেষঃ ॥ ৫ ॥

মায়ের প্রতি স্নেহবান্ কারুণিক ধৰ্ম্মাত্মা রামচন্দ্র এই
প্রকারে নির্বৈদবাদিনী (স্নেহকারিণী) জরাগ্রস্ত কল্যাণী মাতা
কৌশল্যাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

মার্গাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পূরা মোক্ষাপ্তিসাধকাঃ ।

কৰ্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিয়োগশ্চ শাস্বতঃ ॥ ৬ ॥

পূরা ময়া মোক্ষাপ্তি-সাধকাঃ মুক্তিলভোপায়ীঃ ত্রয়ো মার্গাঃ
পন্থানঃ প্রোক্তাঃ কথিতাঃ, কে তে ত্রয়ঃ ? ইত্যত্রাহ শাস্বতঃ
নিত্যঃ কৰ্ম্মযোগঃ জ্ঞানযোগঃ ভক্তিব্যোগশ্চেতি, নিত্যকলকত্বাদে-
তেবাং নিত্যত্বমিতি । তত্র নাগ্রঃ পন্থা বিস্ততেহরমায়ৈতি
শ্রুতেঃ, জ্ঞানশ্রেণ্য লোক অজ্ঞাননাশকত্বদর্শনাচ্চ জ্ঞানযোগ

তিনটির মধ্যে জ্ঞানযোগই সাক্ষাৎ মুক্তির সাধন, অন্য দুইটি জ্ঞানকে
জন্মাইয়া মুক্তি জন্মায়, সুতরাং পরম্পরা কারণ ॥ ৬ ॥

এব সাক্ষাদজ্ঞাননিবৃত্তিরূপমোক্শোপায়ঃ, ইত্যরৌ তু তদ্বারেতি
বিবেকঃ ॥ ৬ ॥

আমি পূর্বে মোক্ষলাভের তিনটি উপায় বলিয়াছি, সেই
তিনটি কৰ্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, তিনটি নিত্য অর্থাৎ
চিরপ্রসিদ্ধ, ইহাদেব ফল মোক্ষ নিত্য বলিয়া ইহাদিগকেও
“নিত্য বলা যায় ॥ ৬ ॥

ভক্তি বিভিষতে মাতঃ স্ত্রিনিধৌ গুণভেদতঃ ।

স্বভাবো যস্য ক্ষন্তনঃ তস্য ভক্তিঃ বিভিষতে ॥ ৭ ॥

হে মাতঃ ! গুণভেদতঃ গুণানাং সুধরজস্বমন্ত্যঃ ভেদেন
ভক্তি বিভিষতে, ভিন্নাচ সতী ত্রিবিধা ভবতি সাত্বিকী, রাজসী,
তামসী চেতি, ন তু ত্রিবিধা ভক্তি বিভিষতে ইতি, তথাহে ত্রি-
বিধা ইতি : । যস্য জনস্য যঃ স্বভাবঃ সাত্বিকো বা, রাজসো বা,
তামসো বা তেন তস্য ভক্তি বিভিষতে ॥ ৭ ॥

জননি ! সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ ভেদ অনুসারে
ভক্তি তিন প্রকার ভিন্ন হয়, যাহার বৈরূপ স্বভাব তাহার তদনু-
সারে ভক্তির ভেদ হইয়া থাকে, গুণত্রয় অনুসারে সাত্বিকী,
রাজসী ও তামসী এই তিন প্রকার ভক্তি হয় ॥ ৭ ॥

যন্ত হিংসাঃ সমুদ্ভিষ্য দন্তঃ মাঃ সর্ঘ্য মেব বা ।

ভেদদৃষ্টিশ্চ সংরজ্তী ভক্তো মে তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥

ভাক্ত্রোবধ্যা ভক্ত্রোবধ্যাং দশায়তুং বাহুল্যাং প্রথমং তামসঃ
ভক্তমাহ যন্তি, যন্ত যঃ পুনঃ হিংসাঃ শত্রুবিনাশং, দন্তং পূজা-
লাভাদি-কলকং শাঠ্যং, ভক্তং মাং অস্ত্রে পূজয়েয়ুরিতি বুধ্যা শঠঃ

বহির্ভক্তিভাবে দর্শয়তীতি নাপ্রত্যক্ষং বহুজ্ঞানং, মাৎসর্যং পর-
শুণ্ণদেষং এব বা সমুদ্दिश्या সংলক্ষ্য যো ভেদদৃষ্টিঃ শত্রুমিত্রভেদ-
জ্ঞানটান্ সংরন্তী চ তত্ত্ববিষয়াগ্রহবান্ ক্রোধী বা ভক্তিমাচরেদिति
শেষঃ, স তামসঃ তমঃ স্বভাবঃ ভক্তঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥

ভক্তি ত্রৈবিধ্য বশতঃ ভক্ত ত্রৈবিধ্য দেখাইবার নিমিত্ত
প্রথমতঃ তামসঃ ভক্ত স্বরূপ বলিতেছেন, বাহ্য্য বশতঃ প্রথমতঃ
তামসের উল্লেখ হইয়াছে, যে ক্রোধী, ভেদজ্ঞানবান্ ব্যক্তি হিংসা
দম্ব বা দ্বেষ বশতঃ ভক্তির আচরণ করে তাঁহাকে তামস ভক্ত
বলে ॥ ৮ ॥

ফলাভিলাষি ভোগার্থী ধনকামো যশ স্তথা ।

অর্চ্চাদৌ ভেদবুদ্ধ্যা মাং পূজয়েৎ সতু রাজসঃ ॥ ৯ ॥

ফলং স্বর্গম্দি তদভিসন্ধিঃ তৎকামঃ, ভূজ্যন্তে ইতি ভোগঃ
বিষয়া ক্ষুদর্থী তৎকামঃ গোবলীবর্দ্ধন্তায়ৈন সামান্ত-বিশেষ
ভাবতঃ পৃথক্ নির্দ্ধেশঃ, এতাদৃশো যো জনঃ অর্চ্চাদৌ প্রতিমায়াং
স্থিতিলাদি-পূজাস্থানেষু চ ভেদবুদ্ধ্যা ‘অরমুপাস্তঃ’ ‘অহমুপাসকঃ’
ইতি জ্ঞানবান্ মাং পূজয়েৎ, স রাজসঃ রজঃস্বভাবো ভক্তঃ
বিজ্ঞেয় ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি ফল, ভোগ, ধন বা যশের কামনা করিয়া ভেদ
বুদ্ধি পূর্বক প্রতিমাদিতে আমার পূজা করেন, তাঁহাকে রাজস
ভক্ত বলা যায় ॥ ৯ ॥

অনেকে শত্রুবিনাশ কামনার পরবেশের শরণ লয়, অনেকে বা শঠতা
পূর্বক ভক্তি দেখায়, উদ্দেশ্য লোকে ভক্ত জ্ঞানিয়া সম্মান করিবে, এইরূপ
ভক্ত প্রায়শঃ দেখা গিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

পরশ্চিন্নপিতং যন্ত কশ্চ নিহরণায় বা !

কর্তব্যমিতি বা কুর্যাদ্ভেদবুদ্ধ্যা স সাত্বিকঃ ॥ ১০ ॥

যন্ত নিহরণায় চিত্তমলঙ্কালনায় পরশ্চিন্ ঈশ্বরে তুষ্টু অর্নেন ভগবান্নিত বুদ্ধ্যা অর্পিতং কশ্চ, অথবা কর্তব্যং বেদবিহিতত্বাৎ নিত্যনৈমিত্তিকাদিকং কশ্চ অবশ্যং অন্তঃসমিতি, ভেদবুদ্ধ্যা উপাস্যোপাসক-ভেদধিয়া কুর্য্যাৎ স সাত্বিকঃ সত্বস্বভাবঃ ভক্তঃ স্ততঃ। উভয়ত্র রাজস্যাং সাত্বিক্যাঞ্চ ভক্তৌ সত্যামপি ভেদ-বুদ্ধৌ নিকামত্বেন সাত্বিক্যাঃ ফলং অভেদজ্ঞানং, ন রাজস্যাঃ নাপি তামস্যাঃ ইতি সূচিতম্ ॥ ১০ ॥

যে ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধিব নিমিত্ত পরমেশ্বরে অর্পণ করিয়া অথবা অবশ্য কর্তব্য বোধে ভেদবুদ্ধিসহকারে কশ্চের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে সাত্বিক ভক্ত বলে ॥ ১০ ॥

মদগুণাশ্রয়ণাদেব ময্যানন্তগুণাশ্রয়ে ।

অবিচ্ছিন্না মনোবৃত্তি র্থথা গঙ্গানুনোহম্বুধৌ ।

ভদেব ভক্তিযোগস্য লক্ষণং নিগুণস্য হি ॥ ১১ ॥

মদগুণাশ্রয়ণাদেব মম গুণানাং সত্যসকলত্বাদীনাং কল্যাণ-গুণানাং আশ্রয়ণাদবলম্বনাৎ, অনন্তগুণাশ্রয়ে অশেষকল্যাণ-গুণাকরে ময় ঈশ্বরে অম্বুধৌ সমুদ্রে গঙ্গানুনো যথা গঙ্গা-প্রবাহস্যেব অবিচ্ছিন্না বিষয়াস্তুরহিতা যা মনোবৃত্তিঃ মনসো

• দ্বিবিধ ভক্তিতেই ভেদ বুদ্ধি আছে, বিশেষ এই সাত্বিকী ভক্তিতে ফল কামনা নাই, অপর দুইটিতে আছে এই নিমিত্তই সাত্বিক সত্বকে সাত্বিক ভুক্তি আত্মজ্ঞানের কারণ হয় ॥ ১০ ॥

বিষয়াকারপরিণামঃ, তদেব হি (বিধেয়-প্রাধান্যে ক্রীবত্ত্বং)
 “নিগুণস্য ভক্তিযোগস্য নিগুণোপাসনস্য লক্ষণং প্রাপকং, সগুণ
 ধ্যানাদেব নিগুণধ্যানযোগাতেতি ॥ ১১ ॥”

“আমার সত্যসঙ্কল্পাদি অশেষ কল্যাণ গুণ অবলম্বন করিয়া
 অশেষ গুণাশ্রয় আমাতে সমুদ্রে গঙ্গাজল প্রবাহের ন্যায় অবি-
 ছিন্নভাবে চিত্তের বৃত্তি প্রবাহকে নিগুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ
 বলিয়া জানিবে ॥ ১১ ॥”

অহৈতুক্য ব্যবহিতা যা ভক্তি স্ময়ি জায়তে ।

সামে সালোক্য-সামীপ্য-সান্নিধ্য-সামুজ্যমেব বা ।

দদাত্যপি ন গৃহীন্তি ভক্তা মৎসেবনং বিনা ॥ ১২ ॥

অহৈতুকী ফলোদ্দেশ্যরহিতা, অব্যবহিতা বিশেষণ ব্যবধান-
 রহিতা দৃঢ় সঙ্কল্প ইত্যর্থঃ, সা ময়ি ভক্তি জায়তে, সা মে সালোক্য
 সামীপ্য-সান্নিধ্য-সামুজ্যং এব বা দদাতি, পরন্তু তত্র তত্র সালো-
 ক্যাদৌ মৎসেবনং বিনা মৎসেবায়্য অভাবাৎ ভক্তা তানি ন
 গৃহীন্তি ॥ ১২ ॥

আমাতে অহৈতুকী অর্থাৎ কোনরূপে কল কামনা না থাকে
 এরূপ, এবং অব্যবহিত অর্থাৎ কোন বিশেষ দ্বারা ব্যবহিত নহে
 দৃঢ়সঙ্কল্প, এরূপ যে ভক্তি জন্মে, সেই ভক্তি সালোক্য প্রভৃতিকে
 দান করে, কিন্তু আমার ভক্ত আমার সেবা-ব্যতিরেকে সে
 সকলকে গ্রহণ করে না ॥ ১২ ॥

উপাস্য লোকে বাস করাকে সালোক্য অর্থাৎ সমান লোক বলে, উপাস্য
 সমীপে পারিবদরূপে থাকাকে সামীপ্য বলে, সমান বিভূতির নাম সান্নিধ্য,
 উপাস্য শরীরে অবস্থানকে সামুজ্য বলে ১২ ॥

স এবাত্যস্তিকো যোগো ভক্তিমার্গস্তু ভামিনি ।

মস্তাবং প্রাপ্নুয়াত্তেন অতিক্রম্য গুণত্রয়ং ॥ ১৩ ॥

হে ভামিনি ! সাক্ষি ! স এব সালোক্যাদিষু বৈরাগ্যেব
(বিধেয়-প্রাধাত্যং পুংস্বঃ) ভক্তিমার্গস্য আত্যস্তিকো-যোগঃ
পূর্ণতা, স এবহি পূর্ণো ভক্তঃ যো মৎসেবারহিতঃ মোক্ষমপি ন
বহুমত্তে ইত্যভিপ্রায়ঃ । তেন পরভক্তিব্যোগেন গুণত্রয়ং তদ্রূপাং
মায়াং অতিক্রম্য অতীতাং মস্তাবং প্রাপ্নুয়াৎ মৎস্বরূপং লভেত
মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

হে ভামিনি ! পতিব্রতে । সেই সালোক্যাদিতে বৈরাগ্যই
ভক্তি মার্গের আত্যস্তিক যোগ অর্থাৎ চরমগীমা, সেই পরভক্তি
যোগ দ্বারা গুণ ত্রয় রূপ মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমাকে
পায়, মুক্ত হয় ॥ ১৩ ॥

মহতা কামহীনেন স্বধর্ম্মাচরণেন চ ।

কর্ম্মযোগেন শস্তেন বর্জিতেন বিহিংসনৈঃ ॥ ১৪ ॥

কর্ম্মযোগ মাহ মহতেতি, মহতা বিপুলেন, কামহীনেন ফল-
সঙ্কল্পরাহিতেন, স্বধর্ম্মাচরণেন স্বধর্ম্মঃ নিত্যনৈতিকঃ বর্ণাশ্রমো-
চিতঃ তস্মৈ আচরণং অনুষ্ঠানং তেন, শস্তেন প্রশস্তেন, বিহিংসনৈঃ
বর্জিতেন প্রাণিহিংসারহিতেন, কর্ম্মযোগেন কর্ম্ম এব যোগঃ
তেন, “যাতি মামজস্য জনঃ” ইত্যন্তরেণীকরঃ ॥ ১৪ ॥

বিপুল, কামনাহীন, হিংসারহিত, প্রশস্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি
ক্রিয়া কলাপ রূপ কর্ম্মযোগের দ্বারা ॥ ১৪ ॥

মোক কএকটর “যাতি মামজস্য জনঃ” সম্যক রূপে আমাকে পায়,
এই উত্তর মোকে অবয়ব হইবে, অহিংসাই ধর্ম্ম হইবার মূল ভিত্তি ॥ ১৪ ॥

মদর্শন-স্তুতি-মহা-পূজাভিঃ স্মৃতিবন্দনৈঃ ।

ভূতেষু মন্ত্রাবনয়া সঙ্গেনাসত্য-বর্জ্জনৈঃ ॥ ১৫ ॥

মদর্শন-স্তুতি-মহাপূজাভিঃ মম দর্শনেন প্রতিমাদিবৌদ্ধগেন, স্তুত্যা স্তবপাঠেন, মহাপূজয়া উপচারাধিকৈঃ পূজনেন চ, স্মৃতি-বন্দনৈঃ মদগুণকর্ম্মস্বরগেন অভিবাদনেন চ, ভূতেষু প্রাণিষু মন্ত্রাবনয়া অহমেব সর্বেষু ভূতেষু স্থিত ইতি মদ্রূপত্বেন ভূতানি চিস্তয়ন্ সঙ্গেন তেষু অনুরাগেণ, অসত্যবর্জ্জনৈঃ মিথ্যারহিতৈঃ সত্য-বচনৈঃ ॥ ১৫ ॥

“আমার প্রতিমাদি দর্শন, স্তব, মহাপূজা অর্থাৎ উপচারের বাহ্য্য সহকারে পূজা, স্বরণ, বন্দনা, সমস্ত প্রাণীতে “আমি আছি” এরূপ স্থির করিয়া তাহাতে সর্বিশেষ অনুরাগ এবং অসত্য পরিত্যাগ অর্থাৎ সর্বদা সত্য কথা বলা দ্বারা ॥ ১৫ ॥

বহুমানেন মহতাং হুঃখিনা মনুকম্পয়া ।

স্বসমানেষু মৈত্র্যাচ যমাদীনান্ নিষেবয়া ॥ ১৬ ॥

মহতাং সাধুশীলব্রাহ্মণাং উদারগাং বহুমানেন পূজনাতিশয়েন, হুঃখিনাং দীনানাং অনুকম্পয়া দয়য়া, স্বসমানেষু স্বভুলোষু মৈত্র্যা সৌহার্দ্যেন, যমাদীনান্ যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাদীনা মষ্টানান্ যোগাঙ্গানাং নিষেবয়া নিতরাং অনু-ষ্ঠানেন চ ॥ ১৬ ॥

অসত্য ব্যবহার সর্বথা পরিত্যজ্য ইহা দেখাইবার নিমিত্ত অসত্য বর্জনকে বহুবচনে নির্দেশ করা হইয়াছে, জগতের “প্রাণঃ পাপই অসত্য” মূলক, মিথ্যা ব্যবহার না থাকিলে সংসারে পাপের লেশ থাকে না ॥ ১৫ ॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাদি এই

মহতের অর্থাৎ আপনা হইতে গুরুজনের বহুমান, হুঃখী গণের প্রতি দয়া, আপনায় তুয়া ব্যক্তিতে বন্ধুতা এবং বম নিয়ম প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা ॥ ১৬ ॥

বেদান্তবাক্যশ্রবণাৎ মম নামানুকীর্ণনাৎ ।

সংসঙ্গেনার্জবেনৈব হুহমঃ পরিবর্জনাৎ ॥ ১৭ ॥

বেদান্তবাক্যশ্রবণাৎ বেদান্তবাক্যানাং কৃতিশিরোভাগ-
রূপাণা মূপনিষদাং তথা শারীরক-সূত্র-ভাষ্যাদি-নিখিলা-ধ্যাত্ম-
শাস্ত্রাণাং শ্রবণাৎ অর্থ-পরিজ্ঞানাৎ, তথা মম নামানুকীর্ণনাৎ
শাস্ত্রোক্তানাং মম সহস্র-নামাদীনাম্ কীর্ণনাৎ গান্ধাৎ ; তথা
সংসঙ্গেন সতাং সাধূনাং সংগে সহবাসেন, আর্জবেনৈব ঋজুতয়া

ক একটিকে অষ্টাঙ্গ যোগ বলে। অহিংসা, সত্য, অস্তেজ (চুরি না করা),
ব্রহ্মচর্যা ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটি বম। শৌচ, সন্তোষ, তপস্বা, স্বাধ্যায়
(বেদপাঠ) ও ঈশ্বর প্রাধিকান এই পাঁচটি নিয়ম। গ্লানাসন, স্বস্তিকাসন
প্রভৃতি আসন, “হিরন্মথ্য আসনম্” বেক্রপভাবে বসিয়া আনায়াসে অধিক
কাল ধ্যান করা যায়, শরীর ধারণে কষ্ট হয় না, তাহাকে আসন বলে। পুরুষ,
কুণ্ডল ও রেচক এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম, আধ্যাত্মিক বাহ্যকে রোধ করাকে
প্রাণায়াম বলে। স্ব স্ব বিবর হইতে ইন্দ্রিয় গণকে কিরাইয়া আনাকে
প্রত্যাহার বলে। নানা বিষয়ে ব্যগ্র চিত্তকে একটী আলম্বনে (মুক্তি প্রভৃতিতে)
স্থাপন করাকে ধ্যান বলে। সমানাকারে অর্থাৎ কেবল উপাস্ত আকারে
চিত্তের কৃষ্টি প্রবাহকে ধ্যান বলে। উপাস্তরূপে চিত্তের অবস্থানকে (তত্ত্ব
প্রাপ্তিকে) সমাধি বলে। ইহার বিশেষ বিবরণ যৎ প্রকাশিত পাতঞ্জলদর্শনে
উক্ত্যে ॥ ১৬ ॥

অহঙ্কার শব্দে ভ্রমকারকে বুঝিতে হইবে, আমি জ্ঞান (আমি মনুষ্য
ইত্যাদি) অহঙ্কার, মমজ্ঞান (আমার ধন জন ইত্যাদি জ্ঞান) মমকার ॥ ১৭ ॥

অকৌটিল্যেনেত্যর্থঃ, তথা অহমঃ অহংকারস্ত মমকারত্বাপ্যপলক্ষণং
পরিবৰ্জনাৎ সৰ্ব্বথা ত্যাগাৎ ॥ ১৭ ॥

দোদান্ত বাক্যের অর্থাৎ অধ্যাত্মশাস্ত্র সমুদায়ের শ্রবণ, আমার
নাম সঙ্কীৰ্ত্তন, সাধুসঙ্গ, সরলতা ও অহংকার পরিত্যাগ দ্বারা ॥ ১৭ ॥

কঙ্কয়া মম ধর্মস্য পরিশুদ্ধান্তরো জনঃ ।

মদগুণশ্রবণাদেব য়াতি মামজ্ঞসা জনঃ ॥ ১৮ ॥

মম ধর্মস্য মৎপ্রাপকধর্মস্ত নিকামরূপস্ত কাক্ষয়া অভিলাষণ
পরিশুদ্ধান্তরঃ পরিশুদ্ধঃ নির্মলঃ অন্তরং মানসং যন্ত স তাদৃশো
জনঃ মদগুণশ্রবণাদেব মম গুণানাং কল্যাণগুণানাং সত্যসঙ্কল্প-
বাদীনাং শ্রবণাৎ অহরহরাকর্ণনাৎ মাং অজ্ঞসা শীঘ্রং য়াতি
মদভিন্নো ভবতি ॥ ১৮ ॥

আমার ধর্মের (নিকাম ধর্মের) আকাঙ্ক্ষা দ্বারা শুদ্ধান্তঃ
করণ ব্যক্তি আমার গুণ শ্রবণ দ্বারাই আমাকে অতি শীঘ্র পাইয়া
থাকেন ॥ ১৮ ॥

যথা বায়ুবশাদগন্ধঃ স্বাশ্রয়াদ্ ভ্রাণ মা বিশেৎ ।

যোগাভ্যাসরতং চিত্ত মেব মাত্মান মা বিশেৎ ॥ ১৯ ॥

যথা গন্ধঃ বায়ুবশাৎ বায়ুনা প্রেরণাৎ স্বাশ্রয়াৎ স্বাধারাৎ
পুষ্পাদেঃ সকাশাৎ ভ্রাণং নাসাৎ আবিশেৎ, এবং ইথং
যোগাভ্যাসরতং ধ্যানতৎপরং চিত্তং আত্মানং পরমেশ্বরং আবি-
শেৎ । ব্যুয়ুঃ পুষ্পাদেঃ গন্ধং ভ্রাণমিব যোগাভ্যাসঃ চিত্তং আত্মানং
নয়তীতি তাৎপর্যম্ ॥ ১৯ ॥

যেমন গন্ধ বায়ুবশতঃ আপনার আশ্রয় পুষ্পাদি হইতে

ভাগেল্লিয়ে প্রবেশ করে, সেইরূপ ধ্যানতৎপর চিত্ত আত্মায়
প্রবেশ করে, অর্থাৎ উপাশ্র পরমেশ্বর ভাবে লীন হইয়া
থাকে ॥ ১৯ ॥

সর্বেষু প্রাণিজাতেষু হহমাত্মা ব্যবস্থিতঃ ।

তমজ্ঞাত্বা বিমুঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ ॥২০॥

সর্বেষু প্রাণিজাতেষু সকলেষু জীবসমূহেষু অহমাত্মা চেত-
নোহং ব্যবস্থিতঃ নির্গূঢ়ঃ, বিমুঢ়াত্মা বিশেষেণ মূঢ়ঃ অজ্ঞানচ্ছন্নঃ
আত্মা চেতো বশ স তং মীং অজ্ঞাত্বা কেবলং বহিঃ যাগাদিকং
অন্ত-দেব-পূজনঞ্চ কুরুতে ॥২০॥

সমস্ত জীবে চৈতন্ত্বরূপ আমি (ঈশ্বর) অন্তর্ধান করিতেছি,
অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তি তাহা না জানিয়া কেবল বাহিরে যাগাদি ও
অন্ত দেবতা পূজা করে, অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তির আত্মাকে কেবল
প্রতিমাদিতেই পূজা করে, আমি সমস্ত জীবে পূর্ণভাবে আছি
এরূপ জানে না ॥ ২০ ॥

ক্রিয়োৎপন্নৈর্মৈকভেদৈর্দ্রব্যৈর্মেনাম্ম তোষণম্ ।

ভূতাবমানিমা চ্চায়া মর্জিতোহহং ন পূজিতঃ ॥২১॥

হে অহ ! মাতঃ ! নৈকভেদৈঃ নানা প্রকারৈঃ ক্রিয়োৎপন্নৈঃ
ক্রিয়াম্ব যোগাদিষু উৎপন্নৈর্বিনিযুক্তৈঃ দ্রব্যৈর্গন্ধপুষ্পাদিভিঃ
মে তোষণং প্রীণনং ন । অর্চনাং প্রতিমায়াং ভূতাবমানিনা

অন্ত দেবতা পূজা করার দোষ নাই, কিন্তু বাহ্যকেই পূজা করা বাউক,
তাহাকে পরমেশ্বর জানে পূজা করিবে, দেবাদি সমস্তই ঈশ্বরের মূর্তি, এই
রূপ স্থির থাকা চাই ॥ ২০ ॥

প্রাণিহিংসকেন অহং অর্চিতঃ অপি ন পূজিতঃ, সা পূজা যৎ-
প্রীত্যে ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

স্বা ! কেবল পূজা দিতে প্রদত্ত নানারূপ উপকরণে আমার
প্রীতি জন্মে না, যে ব্যক্তি প্রাণী হিংসা করে সে প্রতিমাদিতে
আমার পূজা করিলেও আমি তাহাতে মন্তুষ্ট হই না ॥ ২১ ॥

তাবন্মা মর্চয়েদেবং প্রতিমাদৌ স্বকর্মাভিঃ ।

যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু স্থিতশাস্ত্রমি ন স্মরেৎ ॥ ২২ ॥

যাবৎ যৎকালপর্য্যন্তং স্বকর্মাভিঃ চিত্তশোধকৈঃ শৈবৈঃ কর্মাভিঃ
মাং সর্বভূতেষু দিগ্বিলেষু প্রাণিষু-আত্মনি স্মৃতিঃ স্থিতং
বর্তমানং ন স্মরেৎ ন বিজানীয়াৎ তাবৎ দেবং জ্যোতনাত্মকং
প্রকাশশীলং মাং প্রতিমাদৌ কেবলং মূর্ত্যাদৌ অর্চয়েৎ পূজয়েৎ
অত্রৈব প্রলিন্ধ্যাং স্থিতঃ ন সর্বত্র ইতি বুধ্যা পূজয়েদিতি
ভাবঃ ॥ ২২ ॥

নিত্য নৈমিত্তিকাদি স্বকীয় কর্ম দ্বারা যে কাল পর্য্যন্ত সমস্ত
প্রাণীতে ও নিজেতে অবস্থিত আনাকে জানিতে না পারে, সেই
কাল পর্য্যন্ত কেবল প্রতিমাদিতে আমার পূজা করে, অর্থাৎ
প্রতিমাদিতেই আছেন অন্ত্র নাই-এইরূপ ভ্রমজ্ঞানে পূজা
করে, ঈশ্বর সর্বত্রই আছেন, কেবল প্রতিমাদিতে আছেন,
এরূপ ভাবা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য ॥ ২২ ॥

সর্ব ভূতে আত্মদর্শন না হইলেই পরিচ্ছিন্ন বোধ থাকে, কেবল এই প্রতি-
মাতেই ঈশ্বর আছেন অন্ত্র নাই এইরূপ সর্বাণু জ্ঞান হয়, নিকামধর্ম্মাশ্রুতানে
চিত্ত শুদ্ধি হইলে তখন সর্বত্রই ঈশ্বর ভাব দেখিতে পায় ॥ ২২ ॥

যন্ত ভেদং প্রকুরতে স্বাত্মনশ্চ পরশ্চ চ ।

ভিন্নদৃষ্টে ভয়ং মৃত্যু স্তশ্চ কুর্য্যাম্ সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥

যন্ত মৃত্যুধীরিতি শেষঃ, স্বাত্মনশ্চ পরশ্চ চ ভেদং প্রকুরতে, উপাশ্চ মূপাসকৃৎ ভিন্নত্বেন বিজানাতি, ভিন্নদৃষ্টে ভেদজ্ঞানবন্তঃ তস্ত মৃত্যু ভয়ং কুর্য্যাত্ ভীতিং জন্ময়েৎ, ন সংশয়ঃ অত্র সংশয়ো নাস্তি, “মৃত্যোঃ স মৃত্যু মাশ্নোতি য ইহ নানেন পশুভীতি শ্রুতেঃ” ॥ ২৩ ॥

যে ব্যক্তি আপন-পর ভেদ জ্ঞান করে, মৃত্যু ভিন্নদশী সেই ব্যক্তির নিশ্চয়ই উন্ন বিধান করেন, ভেদজ্ঞান কেবল অনর্থকই কারণ ॥ ২৩ ॥

মা মৃতঃ সর্বভূতেষু পরিচ্ছিন্নেষু সংস্থিতং ।

• একং জ্ঞানেন মানেন মৈত্র্যাচার্ছেদভিন্নদৃষ্টীঃ ॥ ২৪ ॥

তস্মাদ্ভেদং ত্যক্তেব অহমুপাশ্চ ইত্যাহ স্মমত ইতি, অতঃ পূর্বোক্তাং হেতুত্বাৎ জ্ঞানেন মানেন অভেদজ্ঞানরূপেণ প্রমাণেন পরিচ্ছিন্নেষু ইয়ত্ত্বাঘুজ্ঞেষু সর্বেষু ভূতেষু সকলপ্রাণিষু সংস্থিতং বর্তমানং একং মাং মৈত্র্যা চ সর্বত্র মিত্রতাজ্ঞানেন চ মাং অর্চ্ছেৎ, ইয়মেবম্ মে মৃত্যু পূজা, কাপি শত্রুবুদ্ধি ন কার্য্যোতি ভাবঃ । অভিন্নদৃষ্টীঃ এক এব চেতনো ভগবান্ সর্বত্র ইভ্যেবং বুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

অতএব অভেদদশী ইহৈব পরিচ্ছিন্ন (পরিমিত) সমস্ত প্রাণীতে একভাবে বর্তমান আমাকে অভেদজ্ঞানে ও মিত্র বুদ্ধিতে পূজা করিবে, কোন প্রাণীতে শত্রুতা জ্ঞান করিবে না ॥ ২৪ ॥

চেতসৈবানিশং সৰ্বভূতানি প্রণমেৎ সূদীঃ ।

জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেণ সংস্থিতং ।

তস্মাৎ কদাচিন্মৈকৈত ভেদ মীশ্বর-জীবয়োঃ ॥২৫॥

সূদীঃ পণ্ডিতো জনঃ শুদ্ধং নিৰ্ম্মলং চেতনং মাং জীবরূপেণ সংস্থিতং সৰ্বত্র ইতি শেষঃ, জ্ঞাত্বা চেতসা সৰ্বভূতানি প্রাণিনঃ অনিশং নিরন্তরং প্রণমৈদেব । তস্মাৎ হেতোঃ ঈশ্বরজীবয়োঃ পরমাত্মজীবাত্মনো জীবানাঙ্কৈত্যপি বোধ্যং ভেদং কদাচিৎ কস্মিন্নপি সময়ে ন ঈকৈত ন পশ্যেৎ ॥ ২৫ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি চেতন ও পরিশুদ্ধ মানাকে সৰ্বত্র জীবরূপে অবস্থিত জানিয়া সমস্ত প্রাণীকে মনে মনে প্রণাম করিবে । কখনও ঈশ্বর ও জীবের (জীবে জীবে ও) ভেদজ্ঞান করিবে না ॥ ২৫ ॥ ৫৪

ভক্তিব্যোগো জ্ঞানযোগো ময়া মাত রুদীরিতঃ ।

আলম্ব্যেকতরং বাপি পুরুষঃ শমমুচ্ছতি ॥ ২৬ ॥

হে মাতঃ ! ময়া ভক্তিব্যোগঃ জ্ঞানযোগঃ ভক্তিব্যোগসহিতো জ্ঞানযোগঃ উদীরিতঃ বর্ণিতঃ । পুরুষ উৎসাহী ততঃ একতরং ভক্তিব্যোগঃ, জ্ঞানযোগঃ বাপি আলম্ব্য আশ্রিত্য শমমুচ্ছতি শান্তিমাশ্রোতি মুচ্যতে ইত্যর্থঃ । ভক্তিব্যোগস্তাপি মুক্তিহেতুত্বং পরিণামে জ্ঞানযোগপ্রাপকত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

ভক্তিব্যোগ পরিণামে জ্ঞানযোগের কারণ হয়, ভক্তির পরাকাষ্ঠাই জ্ঞান একথা পূর্বেই বল হইয়াছে, সুতরাং উভয়ের দ্বারাই, যুক্তিলাভ হইতে পারে ॥ ২৬ ॥

মা ! আমি ভক্তিব্যোগ ও জ্ঞানব্যোগ উভয়েরই বর্ণনা করি-
লাম, উৎসাহশীল ভক্তজন উক্ত ভক্তি ও জ্ঞানের কোনও একটা
অবলম্বন করিয়া মুক্ত হইতে পারেন ॥ ২৬ ॥

ততো মাং ভক্তিব্যোগেন মাতঃ সর্বহৃদিস্থিতং ।

পুত্ররূপেণ বা মিত্যং স্মৃতা শান্তি মবাপ্সাসি ॥ ২৭ ॥

হে মাতঃ ! ততঃ একতরস্তাপি মোক্ষজনকত্বাং সর্ব-হৃদি-
স্থিতং অন্তর্যামিতয়া সর্বত্র বর্তমানং মাং ভক্তিব্যোগেন উৎকৃষ্টো-
হয়ং ঈশ্বরঃ পূজাঃ ইত্যেবং রূপেণ তত্রাসামর্থ্যে পুত্ররূপেণ বা
মিত্যং স্মৃতা শান্তি মবাপ্সাসি মোক্ষসে, এক এবহি অনুরাগঃ
পূজ্যেযু ভক্তিরিতি শ্লিঙ্গেষু চ দৃষ্টা ইতি কথ্যতে । সর্বদা যথা
ধোয়কপং চিন্তে উদ্ভেতি তথা যত্নিতবাম্, তেনৈব চ সিদ্ধিলাভঃ,
তচ্চক্ৰং “গোপাঃ কামাদ্ ভয়াং কংসঃ” ইত্যাদি ॥ ২৭ ॥

মা ! উক্ত উভয়টাই মুক্তির কারণ বলিয়া সমস্ত হৃদয়ে অব-
স্থিত আমাকে ঈশ্বরভাবে ভক্তিব্যোগেই হউক অথবা পুত্ররূপেই
হউক সর্বদা চিন্তা করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন ॥ ২৭ ॥

শ্রুত্বা রামস্ত বচনং কৌশল্যানন্দসংযুতা ।

রামং সদা হৃদি ধ্যান্তা ছিত্বা সংসার-বন্ধনং ।

অতিক্রম্য গতীস্তিস্রোহপ্যবাপ্ত পরমাং গতিম্ ॥ ২৮ ॥

কৌশল্যা রামস্ত বচনং উপদেশং শ্রুত্বা আনন্দসংযুতা পরমহৃষ্টা
রাম পরব্রহ্মরূপিণং সদা হৃদি ধ্যান্তা বিচিন্ত্য সংসারবন্ধনং ছিত্বা

যে কোনরূপেই হউক সর্বদা চিন্তা করা চাই । একই অনুরাগ পূজা
বিষয়ে হইলে ভক্তিবলে বিন্দু বিষয়ে হইলে দয়া বলা যায় ।

তিস্রো গতীঃ সাধ্বিকী-রাজ্ঞী-তামসীঃ, তত্র উপাসকানাং
 অর্চিরাদিমার্গেণ শুভ্রা গতিঃ, কশ্মিণাং ধূমাদিমার্গেণ কৃষ্ণাগতিঃ,
 উভয়রহিতানাং আত্মপামরাণাং জায়ত্ব ত্রিগণেষুতোবংরূপা
 তৃতীয়াগতিঃ, ইতি তিস্রো গতীঃ অতিক্রম্য অতীত্য পরমাং গতিং
 “ন তন্তু প্রাণা উৎক্রামন্তি, অত্রৈব সমবলীয়ন্তে” ইতি জ্ঞানি-
 প্রাপ্যাত্ গতিং মুক্তি মর্বাংপ লেভে ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে

উত্তরকাণ্ডে

ভক্তিব্যোগঃ ॥

কৌশল্যাদেবী রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দবিহ্বল
 হইয়া রামকে সর্বদা হৃদয়ে ধ্যান করতঃ সংসার বন্ধন ছেদপূর্ব্বক
 সাধ্বিকী রাজ্ঞী ও তামসী এই ত্রিবিধ গতি অতিক্রম করিয়া
 পরমগতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

উপাসকগণের অর্চিরাদি মার্গে শুভ্রা গতি হয়, এইটী সাধ্বিকী ।
 কশ্মিগণের ধূমাদিমার্গে কৃষ্ণাগতি হয়, এইটী রাজ্ঞী । উপাসনা ও কশ্ম
 উভয় রহিত অতি পামরগণের, “জায়ত্ব ত্রিগণেষু” রূপে কথিত তৃতীয়া গতি হয়,
 এইটী তামসী । আত্মজ ব্যক্তির মরণানন্তর কোন দেশে গমন হয় না, তাঁহার
 প্রাণাদি (লিঙ্গশরীরে) নষ্ট হইয়া যায়, লিঙ্গশরীর নাশকেই মুক্তি বলে ।
 আত্মজ্ঞান হইলে অজ্ঞান নাশ হয়, অজ্ঞান নশে অজ্ঞানকাণ্ডা সমস্ত সংসার
 নষ্ট হয় ॥ ২৮ ॥

শ্রীমদধ্যায়রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে

ভক্তিব্যোগ সমাপ্ত হইল ॥

